অমৃতবাজারপত্রিকা

মূল্যঃ—অগ্রিম বার্ষিক ৮॥, ডাক মাশুল ১॥০, ষাণ্মাসিক ৪৫, ডাকমাশুল ৫০, ত্রৈমাসিক ৩, ডাক মাশুল ।৶০ আনা। অনগ্রিম বার্ষিক ১০॥০, ডাক মাশুল ১॥০টাকা প্রতি খণ্ড ।৶। বিজ্ঞাপন প্রকাশের মূল্যঃ—প্রতি পংক্তি, প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় বার ৶০, চতুর্থ ও ততোধিকবার ৵০আনা। ইংরেজী প্রতি পংক্তি।০ আনা

১০ম ভাগ } কলিকাতাঃ—১৯এ আশ্বিন—বৃহস্পতিবার, সন ১২৮৪ সাল। ইং ৪ঠা অক্টোবর ১৮৭৭ খৃঃঅব্দ { ৩৪সংখ্যা।

বিজ্ঞাপন।

অমৃতরস

সর্ব্বহিতৈষী পরম কারুণিক এক সন্ন্যাসী হইতে প্রাপ্ত মহৌষধ।

ইহা কেবল কতক গুলি দেশী ও কতক গুলিন পর্ব্বতজাত বনৌষধি সংযোগে রস প্রস্তুত হইয়া এমন অসাধারণ বহুবিধ রোগনাশক শক্তি ধারণ করিয়াছে, যে অমৃত রস উপাধিতে প্রতিষ্ঠিত হইয়া বাস্তবিক তদ্রূপ কার্য্য করিতে সমর্থ। কি মহত্তা আশ্চর্য্য বৃক্ষ, লতা বল্লী প্রভৃতি বনস্পতিতে বিশ্ব-স্রষ্টা যে কি চমৎকার গুণ প্রদান করিয়াছেন তাহার নিগূঢ় মর্ম্ম লোকে সবিশেষ বিদিত থাকিলে ব্যাধিমন্দির মানব দেহকে নানা প্রকার রোগের যন্ত্রণা দীর্ঘ কাল সহ্য করিতে হইত না, এবং অকালে কালের বশ হইতেও হইত না।

অপরঞ্চ অমৃতরস কি চমৎকার ঔষধ! ইহা সেবনে অনেকানেক দুঃসাধ্য কষ্টসাধ্য ও অসাধ্য রোগও শান্তি হইতে দেখা গিয়াছে। এমন কি ক্ষয় যক্ষ্মা, শূল ও বহুবিধ শীরপীড়া, হৃদ্রোগ, শ্বাসকাশ হৃদকম্প, অম্লপিত্ত অম্ল-শূল, পুরাতন জ্বর, প্রমেহ, মহামারিজ্বর, উপদংশ, পারদঘটিত দোষ, মূত্রকৃচ্ছ্র, বহুমূত্র, রক্তবিকার, প্লীহা, পাণ্ডু, যকৃৎ, ও গ্রহণী প্রভৃতি সকল প্রকার রোগ প্রতিকারে ইহা উৎকৃষ্ট। স্ত্রী লোকদিগের কতক গুলিন বিশেষ রোগ আছে, এ ঔষধ তাহার শীঘ্র প্রতিকারক। সূতিকা, প্রদর, মূর্চ্ছা, ভৌতিক রোগ, স্বপ্নে ভয় দর্শন প্রভৃতি রোগে স্বচ্ছন্দ বিধেয়। মহাপুরুষের এমনও আজ্ঞা আছে, যে যথানিয়মে ঔষধ সেবন করিলে মৃতবৎসা দোষও থাকিবে না। পরন্তু এমত নির্দ্দোষ ঔষধ যে দুগ্ধপোষ্য শিশুরও সেব্য এবং পরমোপকারী।

উদাসীনের দত্ত আমার মহৌষধ ইংরাজি ১৮৬৮ সাল হইতে প্রচার হইয়াছে। ইহার পূর্ব্বে কোন বাঙ্গালি কোন প্রকার ঔষধ প্রকাশ করেন নাই। আমার প্রকাশের পরে এই আট বৎসরে যে কতই ইহার নকল হইল তাহার ইয়ত্তা নাই। কিন্তু আসল ও নকল, অনেক বিভিন্ন। পূর্ব্বে পুস্তকাকারে অসংখ্য আরোগ্য সমাচার ছাপান হইয়াছে, এক্ষণ নূতন কয়েক খানি আরোগ্য সমাচার প্রকাশ করা যাইবে।

শিশির মূল্য ৫॥০ টাকা। ডাক মাশুল আন্দাজ ১৶। ব্যারিং এবং পেড্ একই মাশুল।

ওলাউঠার অত্যাশ্চার্য্য অমোঘ বটিকা।

সকল প্রকার ঔষধ অপেক্ষা এই ঔষধের চমৎকার গুণ প্রকাশ হইয়াছে, ইহা দ্বারা অতি অল্প [illegible] রোগ নিবারণ হয়। অধিকাংশ লোক [illegible]ধ্য আরোগ্য হইয়াছেন। আমি পূর্ব্বে [illegible]ার শত, এবং এ স্থানে আট শত [illegible]াতব্য চিকিৎসা করিয়াছি, তন্মধ্যে [illegible]ীর অধিক আরোগ্য হইয়াছে। [illegible] পাওয়া গিয়াছে। [illegible] বটিকার মূল্য ৫ টাকা [illegible]গী আরোগ্য হইতে

নিম্ন লিখিত আরোগ্য সমাচার ছাপান যাইতেছে।

শ্রীহেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।
মিশির পোখরা, বেনারস।

আরোগ্য সমাচার।

মহাশয় আপনার অমৃতরস আমি ১২০ টাকার আনাইয়াছি; ইহা অতি আশ্চর্য্য ঔষধ বিবিধ দুরূহ রোগে তাহার অদ্ভুত শক্তি দৃষ্টি করিয়া আমরা চমৎকৃত হইয়াছি শূল, পুরাতন ও নূতন হাঁপানি কাশী, জ্বর, যক্ষ্মা, গ্রহণী, স্ত্রীলোকের মুর্চ্ছা রোগে ইহার সম্যক উপকারিতা দৃষ্টি করা গিয়াছে।

শ্রীকৈলাসচন্দ্র রায় মহাশয়
জমিদার ও অনারেরী মাজিষ্ট্রেট দেহুড়দা
জেলা বালেশ্বর।

আমার কনিষ্ঠা ভগ্নী জ্বর, প্রদর, অরুচি, শির ও মস্তক ফোলা, নাক হইতে শীরা বাহির হওয়া, গা হাত ও পা কামড়ানি ইত্যাদি নানা বিধ পীড়ায় অত্যন্ত কষ্ট পাইতেছিল, মহাশয়ের অমৃত রস সেবনে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইয়াছে। আমার প্রতিবাসী শ্রীযুক্ত প্রাণকৃষ্ণ হালদার জ্বর, বহু, অর্শ ও অজীর্ণ রোগে অতিশয় কষ্ট পাইতেছিলেন, অজীর্ণ এরূপ হইত যে অন্ন আহারের পনের দিন পরে ঐ অন্ন স্ব আকারে নির্গত হইত, আপনার অমৃতরস সেবন করিয়া আশ্চর্য্য আরোগ্য হইয়াছেন।

শ্রীরামচন্দ্র নন্দি
মোং তেলীপাড়া, জয়নগর পোঃ আঃ।

ইত্যগ্রে মহাশয়ের নিকট হইতে যে অমৃতরস ঔষধ সমভিব্যাহারে আনা হয়, বিগত বৈশাখ মাসের মধ্যে মৎ পত্নি নানা প্রকার উৎকট ব্যাধি-গ্রস্ত হইয়াছিলেন। এমন কি জীবন রক্ষার কোন উপায় ছিল না। এত অবস্থায় ঐ ঔষধ সেবনান্তর কতিপয় দিবস মধ্যেই আরোগ্য লাভ করিয়াছেন।

শ্রীঈশ্বর চন্দ্র রায় চৌধুরি জমিদার।
মোং বাহালগ্রাম, রহিমগঞ্জ পোঃ আঃ।

আপনার প্রকাশিত অমৃতরস আনয়ন করিয়া আমার পরিবারকে সেবন করানতে অনেক পরিমাণে রোগের উপশম বোধ হইতেছে। শারিরিক দুর্ব্বলতা পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক বিশেষ হইয়াছে, তবে উদরের বেদনা যে একেবারে আরাম হইয়াছে তাহা বলিতে পারি না, এক্ষণ যে প্রকার অবস্থা দেখিতেছি, তাহাতে বোধ হয় আরও কিছু অধিক কাল ঔষধ সেবন করাইলে সম্পূর্ণ আরোগ্য হওয়ার সম্ভব। কারণ পীড়াও নিতান্ত অল্প দিবসের নহে।

শ্রীশশী ভূষণ হালদার; ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট।
মোং মাতাভাঙ্গা জেলা, কুচবেহার।

মহাশয় বৎসরাবধি আমি জ্বর এবং কাশে অত্যন্ত কষ্ট পাইয়াছিলাম, ডাক্তারি ও বৈদ্যমতে নানা বিধ ঔষধ ব্যবহার করাতেও পীড়ার কিঞ্চিৎ মাত্র উপশম না হওয়ায় পরিশেষে মহাশয়ের জগৎ পরিচিত অমৃত রস ব্যবহার করাতে সম্যক আরোগ্য লাভ করিয়াছি। আমার যেরূপ উপকার করিলেন ইহাতে মহাশয়ের নিকট চিরকৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ থাকিলাম, এবং যাহাতে আপনার অমৃতরস এই গ্রামে এবং ইহার চতুঃপার্শ্বে বিশেষ প্রকারে পরিচিত হয়, তজ্জন্য সর্ব্বদা চেষ্টিত থাকিলাম।

শ্রীরমানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।
মোং হরিপুর, জেলা, দিনাজপুর।

মহাশয় আপনার উদাসীন দত্ত অমৃত রস মহৌষধের গুণ ভুবন বিখ্যাত, এবং কয়েকটি রোগীকে আশ্চর্য্য আরোগ্য লাভ করিতে দেখিয়া অসীম আনন্দ সাগরে মগ্ন হইয়াছি। না জানি মহাশয় কত প্রাণীকে অকাল কাল গ্রাস হইতে মুক্ত করিয়া কতই পুণ্য উপার্জ্জন করিতেছেন ইহাতে আপনাকে অগণ্য ধন্যবাদ করিতেছি।

চৌধুরী শ্রী প্রতাপ নারায়ণ রায় জমিদার।
মোং বাশডহা, জেলা, বালেশ্বর।

আপনার জগদ্বিখ্যাত মহোপকারী ঔষধের গুণ বিষয়ে এ সামান্য লেখনী বা কি বর্ণনা করিতে পারে। সর্ব্বদাই শুনিতেছি, যে আপনার কৃপায় অত্রাঞ্চলের অনেক অনেক ব্যক্তি করাল কাল রোগের হস্ত হইতে মুক্তি লাভ করিতেছেন। আমরা চাক্ষুষে শ্রীযুত রাধামোহন মুখোপাধ্যায়কে ভয়ানক সতিক্ষ্ণ গ্রহণী রোগ হইতে এবং তাঁহার স্ত্রীকে অনেক দিনে প্রাচীন শ্বাস রোগ হইতে আশু মুক্তিলাভ করিতে দেখিয়া বিশেষ ধন্যবাদ দিতেছি। অমৃত রস নামে সার্থকতা সম্পাদন করিতেছে।

শ্রীশ্যামাচরণ মিত্র।
ডেপুটী পোষ্টমাষ্টার, মোং বাঁশড়িহা।

গত বৎসর মহাশয়ের নিকট হইতে অমৃত রস আনাইয়া সেবন করায় আমার যে শূলবেদনা ছিল তাহাতে মুক্তি পাইয়াছি।

শ্রীজয় গোবিন্দ দত্ত।
মোং জতনপুখরী, জেলা জলপাইগুড়ি

মহাশয়ের অমৃত রস ঔষধ ভগন্দর রোগে সেবন করান হয় তাহাতে ক্ষত আরোগ্য হইয়াছে দাগ মাত্র আছে।

শ্রীগোবিন্দ চন্দ্র সেঠ।
মোং ফাঁসি দেওয়া, জেলা দারজিলিং

আমি হেম বাবুর অমৃতরস অনেক রোগে পরীক্ষা করিয়াছি, এবং অনেক প্রকার রোগেতে ইহার আশ্চর্য্য গুণ দেখা যায়। কএক জন রোগী যাহাদের বাঁচিবার কোন ভরসা ছিল না, এই ঔষধ সেবনে আশ্চর্য্য আরোগ্য হইয়াছে।

শ্রীকৈলাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাক্তার।
৺ কাশীধাম।

মহাশয়ের মহৌষধ অত্র স্থানে যিনি যিনি সেবন করিয়াছেন সকলেই সুন্দর রূপে আরোগ্য লাভ করিয়াছেন।

শ্রীলোকনাথ দাস বসু।
মোং কটক

আপনার অমৃতরস মহৌষধের চমৎকার গুণ অত্র কাঁথিতে যাঁহারা সেবন করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই আরোগ্য লাভ করিয়াছেন।

শ্রী মহেন্দ্র নারায়ণ মাহিতি।
মোং কাঁথি, জেলা মেদিনীপুর।

মহাশয়ের অমৃতরস সেবনে দাদা মহাশয়ের বিশেষ উপকার লাভ হইয়াছে। তাঁহার শূল ব্যথা এবং পেটের ডাক আরোগ্য হইয়াছে।

শ্রী প্রসন্ন কুমার দাস।
মোং রত্নপুর; জেলা মুরশিদাবাদ।

ইত্যগ্রে যে ঔষধ আপনার নিকট হইতে আনান হইয়াছিল তাহা আপনার প্রেরিত নিয়মাবলী নিয়মানুসারে সেবন করাতে পূর্ব্বাপেক্ষা অসুস্থের অনেক

...াস হইয়া আপাততঃ শরীরের স্ফূর্ত্তি লাভ করি-য়াছি।

শ্রীনারায়ণ চন্দ্র চৌধুরী রায় বাহাদুর

মোং চুড়ামন।

মহাশয় আপনার অমৃত রস ঔষধের অনির্ব্বচনীয় গুণ। আমার আত্মীয়ের জ্বর, প্লীহা এবং পেটের ব্যায়রাম ছিল। এই ব্যায়রাম গুলি অল্প দিনের হইলে জ্বর প্রায় ৭।৮ বৎসরকার প্লীহা প্রায় ৪ ৫ বৎসরকার এবং পেটের পীড়া প্রায় এক বৎসর হইল হইয়াছিল। যৎপরোনাস্তি দুর্ব্বল ছিলেন উক্ত ঔষধ এক শিশি সেবন করিয়াই রোগ প্রায় চৌদ্দ আনা আরাম হইয়াছে। জ্বর একবারে বন্ধ হইয়াছে; প্লীহা বারো আনা ভাগ কমিয়া গিয়াছে। প্রত্যহ ১০।১২ বার বাহ্যের মধ্যে এক্ষণে ২। ৩ বার যান। বাহ্যে যে রক্তের চিহ্ন দেখা দিত তাহাও আরোগ্য হইয়াছে। এ ঔষধে যে অনেকেই অকাল কালগ্রাস হইতে রক্ষা পাইয়াছেন তাহার আর ভুল নাই।

শ্রীযোগেন্দ্র চন্দ্র বসু।

মোং হুগলি, ঘুটিয়া বাজার।

আপনার প্রেরিত এক শিশি অমৃতরস ঔষধ আমার কনিষ্ঠ সহোদরকে সেবন করাইয়া তাহার পীড়া অনেকাংশে সাহায্য হইয়াছে। প্লীহা, জ্বর, ও উদরাময় এই তিন প্রকার পীড়া আমার উক্ত সহোদরটির হইয়াছিল, আপনার অমৃতরস সেবন করিয়া জ্বর বন্ধ হইয়াছে, উদরাময় আরোগ্য হইয়াছে।

শ্রীদক্ষিণাপদ রায় চৌধুরী।

মহিষরাখা পোঃ আঃ

মহাশয় এক শিশি অরক আনাইয়াছিলাম এবং একটি স্ত্রী লোক পুরাতন জ্বর আদি নানা প্রকার পীড়ায় কষ্ট পাইতে ছিল, কিন্তু মহাশয়ের অমৃত রস সেবন করাতে চমৎকার আরোগ্য লাভ করিয়াছে।

শ্রীবনমালী পাল, মোং গুলটিয়া ভায়া নিন্দিয়া।

অমৃত রস ঔষধ অত্র সবডিবিজন ধুবড়ির শ্রীযুক্ত বাবু মতিলাল লাহিড়ি প্রভৃতি আনায়ন ও সেবন করিয়া আরোগ্য লাভ করিয়াছেন।

শ্রীরায় প্রতাপ চন্দ্র বড়ুয়া বাহাদুর।

মোং গৌরিপুর ধুবড়ি।

মহাশয় আপনার অমৃত রস মহৌষধের অসাধারণ গুণে আমার পুজনীয় পিতা ঠাকুর মহাশয়ের মেহ, কাশ, ও জ্বর প্রায় নিঃশেষিত হইয়াছে। ইতিপূর্ব্বে ক্রমিক তিন শিশি অমৃত রস আনয়ন করিয়া উল্লিখিত পিতা ঠাকুর মহাশয়কে সেবন করায় কাশ ও জ্বর হইতে একবারে নিষ্কৃতি পাইয়াছেন, মেহের পীড়া বার আনা আন্দাজ আরোগ্য হইয়াছে, চার আনা পরিমাণে বাকি আছে। বোধ করি তাহাও একবারে নিঃশেষিত হইত। ফলতঃ অর্থের অকুলন বশতঃ এক সঙ্গে উক্ত তিন শিশি অমৃত রস সেবন করাইতে পারি নাই এক শিশি সেবন করিয়া মধ্যে অনেক দিন বাদে অপর শিশি সেবন করিতে হইয়াছিল, এবং নিয়মমত পথ্যাদি দেওয়া হয় নাই। বিশেষতঃ মেহের পীড়াটী অল্প দিনের নয় প্রায় ২৫ বৎসর হইল ইহার সূত্রপাত হইয়াছে।

শ্রীবর্দ্ধেশ্বর মুখোপাধ্যায়

মোং চুড় মন জেমালদহ

মহাশয়ের নিকট হইতে গত মাসে যে ঔষধ আনাইয়াছিলাম তাহা ছয় জন রোগীকে দেওয়ায় উত্তম রূপ আরোগ্য হইয়াছে। বিসূচিকার এমন ঔষধ আর হয় নাই, ছয় ঘণ্টার মধ্যেই সকলে আরোগ লাভ করিয়াছে।

শ্রীগোপ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

নেটিব ডাক্তার,ছাপরা জেলা আরা।

মহাশয়ের ঔষধের গুণ মৌখিক ভিন্ন পত্রে বর্ণনা করা যায় না। একাধিক্রমে ১৮টী ওলাউঠা রোগী আরোগ্য হইয়াছে। অধিকাংশ রোগীকে ২টী বটিকা কোন কোনটীকে একটী মাত্র দেওয়া গিয়াছে। মহাশয়ের ঔষধ যথার্থ তাহার কোন ভুল নাই ঐ সকল রোগী অতি দীন ... লোক, কেবল মহাশয়ের পুণ্যার্থে, এবং সবাংদ ... বিনামূল্যে দেওয়া গিয়াছে

মহিউদ্দিন।

ইনচার্জ কুরকুরিয়া চা-বাগান ... পুর আসাম।

আপনি যে ওলাউঠা রোগের ঔষধ পাঠাইয়াছিলেন ঐ ঔষধ ৫জন রোগীকে দেওয়া হইয়াছিল, তাহাতে সকলেই আরোগ্য লাভ করিয়াছেন।

শ্রীরাধাবল্লভ সিংহ দেব জমিদার

মোং কুচিয়াকোল, জেলা বাঁকুড়া

আপনার প্রেরিত ওলাউঠা ঔষধ প্রাপ্ত হইয়া যার পর নাই বাধিত হইলাম। কয়েক জন রোগীকে ঔষধ ব্যবহার করাইয়া ফল পাওয়া গিয়াছে।

জেনুরুল হোসেন, দেওয়ান।

মোং তালিবপুর, স্টেট, বহরমপুর।

আমাদের নিকট কয়েক গ্রামে ওলাউঠার প্রাদুর্ভাব হইয়াছে, আপনার প্রেরিত বটিকার কয়েক জনার আশ্চর্য্য উপকার হইয়াছে।

শ্রীকৈলাসচন্দ্র রায় মহাশয়, জমিদার।

অনারারী মাজিষ্ট্রেট মোং দেহুড়দা, জেলা বালেশ্বর।

আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতার পুরাতন জ্বর, প্লীহা, অরুচি, উদরাময় ও মুখে ঘা হইয়া অধিক কষ্ট ভোগ করিতেছিল এবং উত্তমোত্তম বৈদ্য ও ডাক্তার দেখান হইয়াছিল কিন্তু কিছুতেই উপসম হয় নাই, অবশেষে মহাশয়ের অমৃত রস আনাইয়া সেবন করাইয়াছিলাম তাহাতে আরোগ্য লাভ করিয়া সুন্দর ও সুশ্রী হইয়াছে।

শ্রীরাখাল দাস চক্রবর্ত্তী হিতসাধনী সভার সম্পাদক। সাং নান্দলা জেলা বর্দ্ধমান।

ইতি পূর্ব্বে যে এক শিশি অমৃতরস আনাইয়াছি তাহা সেবনে শূল বেদনার হ্রাস হইয়াছে এমন কি বেদনা আর কিছু মাত্র টের পাওয়া যায় না। মধ্যে মধ্যে পেট জ্বলা করিয়া থাকে কিন্তু তাহও আহার করিলে কমিয়া যায়।

শ্রীচন্দ্র মোহন চক্রবর্ত্তী

সাং পারলিয়া জেলা ঢাকা।

আপনার অমৃত রসের গুণ আমি সামান্য লেখনীতে কি বর্ণিব যদি কোন গুণবান প্রত্যক্ষ করেন তবে কিঞ্চিৎমাত্র বর্ণন হইতে পারে। বাস্তবিক রোগবিনাশ জন্য অমৃতরস প্রকৃত ধন্বন্তরি বলিয়া প্রতয় হয়।

আমি পেটের অসুখ, প্রাচীন জ্বর ও শারীরিক দুর্ব্বলতায় দীর্ঘকাল কষ্ট ভোগ করিয়া গত সেপ্টেম্বর মাস এক শিশি মাত্র সেবন করিয়া প্রায় সাত মাস কাল বিনা ঔষধে উত্তম ভাবে সুস্থ ছিলাম। অমৃত রসে আমার অত্যন্ত উপকার হইয়াছে আমি আরও খাইব।

শ্রীমতি লাল লাহুড়ী

সাং দিদলী জেলা গোয়ালপাড়া।

আপনার প্রেরিত মহৌষধি অদ্য ১৫ দিবস পর্য্যন্ত সেবনে বোধ হইতেছে যে ব্যাধি অর্দ্ধেক পরিমান নিবারণ হইয়াছে।

শ্রীচন্দ্রনাথ রায়

লক্ষ্মণপুর জেলা রঙ্গপুর।

পূর্ব্বে যে আপনার নিকট হইতে অমৃতরস এক শিশি আনাইয়াছিলাম তাহা সেবনে কাশ ও উদরের পীড়া এক কালীন আরোগ্য হইয়াছে।

শ্রীশ্রীনাথ ঘোষ

লক্ষ্মণকাঠি জেলা বরিসাল।

গত ফাল্গুণ মাসে আমার স্ত্রীর পুরাতন জ্বর ও প্লীহা প্রভৃতি নানা রকম রোগের জন্য আপনার অমৃতরস এক শিশি আনাইয়া সেবন করানতে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইয়াছে।

যদুনাথ ঘোষ

সাহেবগঞ্জ ষ্টেশন।

অমৃতরস সেবনে পীড়া কিছু বিশেষ হইয়াছে একারণ মহাশয়কে লেখা যায় যে অনুগ্রহ করিয়া পুনরায় দুই শিশি পাঠাইয়া দিবেন।

শ্রীগোপাল চন্দ্র গোস্বামী।

জমিদার শ্রীরামপুর।

কিছু দিন হইল আপনার নিকটহইতে এক বোতল অমৃতরস আনাইয়াছিলাম তাহা ব্যবহার করিয়া আমার মাতা ঠাকুরাণীর বহু কালের অম্লশূল অনেক পরিমাণে উপসম হইয়াছে বোধ করি আর কিছু কাল ব্যবহার করিলে পীড়া একেবারে আরোগ্য হইতে পারে।

শ্রীদিননাথ ঘোষ ইনেস্পক্টর।

বাঘোলি ষ্টেশন জেলা হুদই।

ওলাউঠার বটিকা।

আপনার প্রচারিত কলেরার মহৌষধি আনাইয়া দুই রোগীকে ব্যবহার করাইয়া আশ্চর্য্য ফল পাইয়াছি। দুইটি কলেরা রোগীই প্রথমত দেশীয় পরে ডাক্তার দ্বারা চিকিৎসিত হয়, কিছুতেই উপসম না হইয়া জীবন সংশয় হইলে পর আমি উক্ত রোগীদ্বয়কে ৫ বটিকা সেবন করাই ও অতি অল্প কাল মধ্যে উপসম হইয়া সুস্থতা লাভ করিয়াছে। ইহা দেখিয়া এখানকার অনেক লোক কলেরা হইলে রক্ষা পাইব বলিয়া ভরসা করিয়াছেন।

শ্রীদ্বারকা নাথ সেন।

মেডিকেল প্রাকটীশনার রাজনগর।

আপনার প্রণীত ওলাউঠার অমোঘ বটিকা ইতি পূর্ব্বে যাহা আনাইয়াছিলাম তাহাতে অনেকের উপকার হইয়াছে। ঔষধ প্রায় নিঃশেষিত হইল।

শ্রীমধু সুদন সরকার।

গাদী রেশম কুঠী জিয়াগঞ্জ।

মহাশয়ের প্রেরিত ওলাউঠার ৫০টী বটিকা প্রাপ্ত হইয়া যে কয়েকটি রোগীকে সেবন করান হইয়াছিল তাহারা সকলেই যমালয় হইতে প্রত্যাগমন করিয়া উত্তম রূপে সুস্থ হইয়াছে।

শ্রীশশি ভূষণ চৌধুরি।

মানিকগঞ্জ।

আপনার নিকট হইতে আমি কলেরার পিল আনাইয়া প্রায় ৯০ই জন রোগী আরোগ করিয়াছি। আপনার জ্ঞাত জন্য নিবেদিলাম।

কুমার শ্রীকৃষ্ণ গোপাল আধুর্য্য।

মলয়াড়া রাজবাটি দুর্গাপুর।

[I] have much pleasure to inform you that during the present outbreak of cholera here I have been able to cure several cases without any failure by the use of the said Pills.

Your's very faithfully
Tarinee Prosad Pleader
Judge's Court, Bhugulpore.

I have much pleasure in acknowledging the efficacy of your invaluable cholera pills. I have personally tried them in five cases with complete success. I have been convinced that they are really a great boon to the country being the only medicine which as far as I am aware can best cope with the fell disease.

Your's most faithfully
Krishna Bullubh Roy, Vakil Jungipore
Moonsiff's Court. Moorseedabad.

I am very glad to say that your cholera pills have cured all the 10 cases in which they were administered.

Signed D. V. Sapray.
Bankipore.

I have the honor to inform you that your medicine for cholera was received here, when the disease had nearly disappeared from the town.

It was however administered in two cases with successful result.

Signed T. B. Miller,
Private Secretary.

Your cholera pills are really infallible. Not being a professional man I was afraid to try your medicine at first, but I administered it in 3 cases given up by the doctors as hopeless. Two of the patients recoverd within six hours by using only two pills each. The other a chil[d] took one pill which stopped his purging, vommitting, spasm, and perspiration, and ca... dis-charge of urine, but unfortunately ... his parents gave him some other me... result was the disease relapsed, ... The more cases have ben cur... medicine.

Signed W...

I am requested by the ... to inform you that du... of cholera in this pla... in several cases, ... servants of His H... be efficacious,

অমৃত বাজার পত্রিকা।

সন ১২৮৪ সাল।১৯এ আশ্বিন, বৃহস্পতিবার।

দুর্ভিক্ষ।

দুর্ভিক্ষ কর্ত্তৃক মান্দ্রাজের কি দুর্গতি হইয়াছে তাহা আমরা এখন স্বপ্নেও অনুভব করিতে পারি না। গত বর্ষের দুর্ভিক্ষে মান্দ্রাজের কত সর্ব্বনাশ করিয়াছে তাহা গণনা করিয়া শেষ করা যায় না এবং এখন ইহা দ্বারা যে কত সর্ব্বনাশ হইতেছে তাহাও কেহ গণনা দ্বারা স্থির করিতে পারিবেন না। বোম্বাইয়ের অবস্থা মান্দ্রাজ অপেক্ষা সহস্রগুণে ভাল। গত বৎসর দুর্ভিক্ষের নিমিত্ত বোম্বাইয়ের যে অনিষ্ট হয় তাহা স্মরণ করিলেও হৃদ কম্প উপস্থিত হয়।

বোম্বাইয়ে গত বৎসর এক লক্ষ লোক অনশনে প্রাণ ত্যাগ করে। বোম্বাই নগরে বৎসর সচরাচর যত লোকের মৃত্যু হইয়া থাকে তাহা অপেক্ষা আট গুণ অধিক লোকের মৃত্যু হয়। এই লক্ষ লক্ষ লোকের মধ্যে কত জন আত্মীয় বন্ধু বান্ধব গৃহ দেশ পরিত্যাগ করিয়া, ক্ষুৎ পিপাসার জ্বালায় অস্থির হইয়া নানা স্থানে ভ্রমণ করিতে২ অবসন্ন অবস্থায় পথে পতিত হইয়া মরিয়াছে, এবং কত মাতা শিশু সন্তান বক্ষে করিয়া অকস্মাৎ কালকরালে পতিত হইয়াছে। কত কুল কামিনী যাহারা কস্মীন্ কালে গৃহ হইতে বহির্গত হয় নাই, সূর্য্যের মুখ দেখে নাই, তাহারা জাতি মান লজ্জা সমুদয় পরিত্যাগ করিয়া, বুবুক্ষা দ্বারা অস্থির হইয়া আহার অন্বেষণে প্রবর্ত্ত হয়, ও বিজন স্থানে সহসা অবসন্নাবস্থায় পতিত হইয়া মৃত্যু গ্রাসে পতিত হয়। কত জন অনশনে মূর্চ্ছাপন্ন হইয়া পতিত হইয়াছে এবং শৃগাল কুকুরে তাহাদিগকে জীবিত অবস্থায় ভক্ষণ করিয়াছে। অন্নের নিমিত্ত পিতা এ কদিকে মাতা অপর দিকে পুত্র ও পুত্র বধু অন্যান্য দিকে দিক বিদিক শূন্য হইয়া গৃহ হইতে পলায়ন করিয়াছে এবং কেহ অপরিচিত ব্যক্তির মধ্যে, কেহ বিজন ক্ষেত্রে, কেহ শৃগাল কুকুর পরিবেষ্টিত হইয়া মৃত্যু গ্রাসে পতিত হইয়াছে।

বোম্বাইয়ে গত বৎসর কেবল এক লক্ষ লোক এই রূপে অনশনে মৃত্যু গ্রাসে পতিত হয় নাই, অন্যূন দশ লক্ষ লোক এরূপ কষ্ট সহ্য করিয়াছে যে তাহারা পুনর্ব্বার আর সজীব অবস্থা প্রাপ্ত হইবে না। অন্ন কষ্টে সহস্র২ পরিবার উন্মাদ হইয়া দেশ বিদেশে গমন করিয়াছে। দুর্ভিক্ষ পীড়িত স্থানে যত লোক বসতি করিত তাহার শতকরা ২৫ জন হইতে ৫০ জন অন্নের নিমিত্ত গৃহ ত্যাগ করিয়া স্থানে স্থানে গমন করিয়াছে। ভিমাথাডি নামক তালুকের ১৫ খানি গ্রামে ১৭৭২ ঘর লোকের বসতি ছিল এবং তথায় অন্যূন ১২ হাজার লোক বাস করিত, ...র্ভিক্ষের নিমিত্ত ইহার ৫১৩ ঘর গৃহস্থের চিহ্ন মাত্র ...। মাধি ও মহল তালুকে ১৪ খানি গ্রামে ২৪৮৮১ ... বাস করিত, ইহার প্রায় ১৫৭৭৮ লোকের মোটে ... নাই। ইন্দি তালুক নামক স্থানে অন্যূন ৪০ ... লোকের বসতি ছিল, ইহার ২০ হাজার লোকের ... হইয়াছে তাহা কেহ জানেও না।

...দুর্ভিক্ষ দ্বারা কেবল মনুষ্যের প্রাণ নষ্ট হয় নাই। ... পশু যে কত মরিয়াছে তাহার সীমা নাই। ...থাডি তালুকে পূর্ব্বে মনুষ্য অপেক্ষা দশ গুণ ...দি পশু ছিল, কিন্তু এখন মনুষ্যের দ্বিগুণ গবাদি ... কি না সন্দেহ। আবার যাহা আছে তাহার ...ক কৃষিকার্য্যের পক্ষে সম্পূর্ণ অযোগ্য হইয়া ...ছ। শোলাপুরে ২২৪৬১০ কৃষি উপযোগী বলদ ... তাহার মধ্যে ৯৭০০০টী কেবল আছে, এবং ইহার ...ার অকর্ম্মণ্য হইয়া গিয়াছে। ইন্দি তালুকে ... পূর্ব্বে ১৯ হাজার নাঙ্গলের উপযুক্ত বলদ ছিল, সেখানে সবে দুই হাজার মাত্র গোরু জীবিত আছে। অন্যান্য স্থানেও দুর্ভিক্ষ দ্বারা এই রূপ অনিষ্ট হইয়াছে। অনেকে অনুমান করেন যে, দুর্ভিক্ষ দ্বারা শতকরা ৭৫টী কৃষি কার্য্যোপযোগী বলদ নষ্ট হইয়াছে, সুতরাং গত বৎসর যে যে স্থানে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়, বিশেষ শোলাপুর ও কালাদগি জেলায়, কৃষাণ ও কৃষিকার্য্যোপযোগী গোরুর অভাবে পূর্ব্বে যে ভূমি আবাদ হইত তাহার চতুর্থাংশের এক অংশ মাত্র আবাদ হইয়াছে।

বোম্বাই বিভাগে গবর্ণমেন্টই জমিদার, সুতরাং দুর্ভিক্ষ জনিত অনিষ্টের ফল ভোগী গবর্ণমেন্ট এবং বোম্বাইয়ে অন্নাভাবে যাহারা মরিয়াছে তাহাদের মৃত্যুর নিমিত্ত গবর্ণমেন্টই সম্পূর্ণ দায়ী। ১৮৭২ অব্দে বেহার ও বাঙ্গলায় দুর্ভিক্ষ হওয়াতে বাঙ্গলা ও বেহারের জমিদারেরা যেরূপ প্রজার প্রাণের নিমিত্ত দায়ী ছিলেন, বোম্বাই প্রজাদের নিমিত্ত গবর্ণমেন্ট সেই রূপ দায়ী, এবং বেহারে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইলে যেরূপ গবর্ণমেন্ট আদেশ করেন যে, যদি অযত্নে কি অন্নাভাবে কোন জমিদারের জমিদারির মধ্যে এক জন লোকেরও প্রাণ নষ্ট হয় তাহা হইলে তাহার প্রাণের নিমিত্ত গবর্ণমেন্ট জমিদারকে দায়ী করিবেন, যদি গবর্ণমেন্ট অপেক্ষা এ দেশে কোন ক্ষমবান ও উচ্চ পদস্থ লোক থাকিতেন তাহা হইলে তিনিও বোম্বাই দুর্ভিক্ষের নিমিত্ত গবর্ণমেন্টকে এই রূপ দায়ী করিতেন, কিন্তু ভারতবর্ষে ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট অপেক্ষা ক্ষমবান পুরুষ কেহ নাই। অপর দেশে সাধারণ মতে রাজাকে শাসন করে, ভারতবর্ষে এরূপ সাধারণ মত নাই। আবার উড়িষ্যার দুর্ভিক্ষের সময় ইংলণ্ডের যে সাধারণ মত দ্বারা বেঙ্গল গবর্ণমেন্ট অস্থির হন, সেখানেও এখন সে সাধারণ মত নাই।

ফল বোম্বাইয়ে গত বৎসর দুর্ভিক্ষ দ্বারা যে অনিষ্ট হইয়াছে তাহার কোন রূপ প্রতিকার হওয়া দূরে থাকুক, এ বৎসর উহা আরো বৃদ্ধি হইয়াছে। আবার মান্দ্রাজ এবার ত প্রকৃতই উচ্ছিন্ন গেল। মান্দ্রাজের সঙ্গে২ উত্তর পশ্চিম অঞ্চল ও পঞ্জাবও বুঝি উচ্ছিন্ন যায়, এবং এই রূপে ভারতবর্ষের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত অস্থির হইয়াছে। গত বৎসরের দুর্ভিক্ষে বোম্বাইয়ের অনেক স্থান শ্মশান হইয়াছে, এ বৎসর মান্দ্রাজের অনেক স্থানও শ্মশান হইবে। উত্তর পশ্চিম অঞ্চল, অযোধ্যায় প্রভৃতি দেশ অতিশয় দরিদ্র। সেখানে যদি প্রকৃত মন্বান্তর উপস্থিত হয় তাহা হইলে তথাকার অনেক স্থানও শ্মশান ভূমিতে পরিণত হইবে।

যুদ্ধের দ্বারা দেশ উচ্ছিন্ন যায় না, যে দেশে যুদ্ধ হইয়াছে সেই দেশেরই শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে। অন্ন কষ্ট ও মহামারিতেই দেশ উচ্ছিন্ন যায় এবং ভারতবর্ষে এই দুই বিপদই উপস্থিত হইয়াছে। পরিণাম দর্শী রাজ পুরুষেরা যদি সময় থাকিতে ইহার প্রতিবিধান না করেন তাহা হইলে, শেষে ভারতবর্ষ বিজন কানন হইবে, ইহা প্রকৃতই শ্মশান ভূমি হইবে।

বাবু জানকী নাথ রায়ের মকর্দ্দমা।

আমাদের পাঠকগণ অবগত হইয়াছেন যে ঢাকা নিবাসী হাটখোলার প্রসিদ্ধ মহাজন বাবু জানকী নাথ রায়ের মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া অপরাধে তিন মাস ফাটক ও বিশ হাজার টাকা জরিমানা হইয়াছে। "ইণ্ডিয়ান একো" জানকী বাবুর পক্ষ সমর্থন করিয়াছেন, "ষ্টেটসম্যান" যাহা লিখিয়াছেন তাহাতে জানকী বাবুর নির্দ্দোষিতার পক্ষে যাহাদের কিছু মাত্র সন্দেহ ছিল তাহা দূর হওয়া কর্ত্তব্য, আবার পূর্ব্ব বাঙ্গালার রাজধানী ঢাকাতে সম্প্রতি একটী বৃহৎ সভা আহুত হয়। এই সভাস্থ বক্তি মাত্রে জানকী বাবুর নিমিত্ত ক্ষোভ প্রকাশ করেন এবং তাঁহারা ইডেন সাহেবর নিকট তাহার মুক্তির নিমিত্ত আবেদন করিবেন স্থির করিয়াছেন।

জানকী বাবুর বিপদে কেবল তাঁহার আত্মীয় স্বজন দুঃখিত হন নাই, তাঁহাকে যাহারা জানিতেন তাঁহারা দুঃখিত হন নাই, অনেকে যাহারা কেবল তাঁহার নাম শুনিয়াছেন তাঁহারাও দুঃখিত হইয়াছেন। জানকী বাবু প্রকৃত দোষী কি নির্দ্দোষী সে বিষয় পুর্ব্বে যে সন্দেহই থাকুক, কিন্তু ষ্টেটসম্যান সম্বাদ পত্রে যাহা প্রকাশিত হইয়াছে তাহা দেখিয়া জুরিরা এখন বুঝিয়াছেন যে, তাঁহারা নিরপরাধে জানকী বাবুকে দোষী বলেন এবং কেনেডি সাহেবও এখন বুঝিতেছেন যে, তিনি নিরপরাধে এক জন সম্ভ্রান্ত লোককে দণ্ড করিয়াছেন।

জানকী বাবু ঐশর্য্যশালী লোক, বৎসর তিনি লক্ষ লক্ষ টাকার কারবার করিয়া থাকেন, বাঙ্গলার অতি প্রধান জমিদারেরাও তাঁহার নিকট হইতে টাকা কর্জ্জ করিতেন, এবং অনেকে ইহার সঙ্গে লক্ষ লক্ষ টাকার কারবার করিয়াছেন, কিন্তু এ পর্য্যন্ত কেহই বোধ হয় তাহাকে কোন বিষয়ে কিছু মাত্র প্রবঞ্চনা করিতে দেখেন নাই। জানকী বাবুর মকর্দ্দমায় ইহারা অনেকেই তাঁহার সত্য নিষ্ঠা সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিতে প্রস্তুত ছিলেন এবং তিনি এই বিষয় প্রমাণ করিবার নিমিত্ত অনেক প্রধান প্রধান লোককে সাক্ষ্য মানেন। তাহার এই গুণ থাকাতে তিনি ক্রমে সমাজে পদস্থ হন, এই নিমিত্ত গবর্ণমেন্ট কর্ত্তৃক তিনি অনেক বিষয়ে সম্মানিত হন, এবং গত দুর্ভিক্ষের সময় ঢাকার কমিশনার তাঁহার পরিবারস্থ কোন ব্যক্তিকে উপাধি প্রদান করিতে গবর্ণমেন্টকে অনুরোধ করেন। কিছু দিন হইল গবর্ণমেন্ট তাঁহাকে অনারারি মাজিষ্ট্রেট পদে নিযুক্ত করেন। কলিকাতায় যত প্রধান প্রধান সমাজ আছে সকল সমাজেই তিনি আদরণীয় ছিলেন, সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি মাত্রেই তাহাকে যত্ন করিতেন। সুতরাং এরূপ লোকের অতি সামান্য টাকার নিমিত্ত জাল করা এবং আদালতে উপস্থিত হইয়া মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া কত দুর সম্ভব সধারণ্যে তাহা বিচার করিবেন। যে খত জাল বলিয়া তাহার বিপক্ষেরা তাহার নামে অভিযোগ করে তাহাতে তিন খানি নোটের নম্বর দেওয়া ছিল। ইহার দুই খানি ক্যান্সেল্‌ড নোট এবং আর এক খানি যে তারিখে খত লেখা হয় সে তারিখে আদবে বাহির হয় নাই। অর্থাৎ তিনি উপরোক্ত খতে যে তিন খানি নোটের উল্লেখ করেন তাহা এই রূপ প্রকৃতির নোট যে তাহা দ্বারাই তাহার জাল ধরা পড়ে! আবার তিনি জ্ঞাতসারে ১৬০০ টাকার নিমিত্ত এক খানি জাল খত প্রস্তুত করিয়া খতে এই রূপ নোটের নম্বর দিয়া ক্ষান্ত হন নাই, তিনি স্বয়ং আদালতে উপস্থিত হইয়া অতি সামান্য অর্থের নিমিত্ত লোক জন থাকিতে নিজে হলপ করিয়া মিথ্যা কথা বলেন! উম্মাদেও এমন কাজ করে না এবং জানকী বাবু অন্ততঃ উম্মাদ নন।

তিনি যে জাল করেন না তাহা বোধ হয় অনেকে বিশ্বাস করেন এবং জুরিরাও তাহাকে এই অপরাধে নির্দোষী বলিয়াছেন, কিন্তু তিনি যদি জাল না করিয়া থাকেন তবে তাহার অপরাধ কি? তাহার জাল অপরাধ হইতে নিষ্কৃতি দিয়া জুরিরা তাঁহাকে কি রূপে মিথ্যা সাক্ষ্যের অপরাধে অপরাধী করিলেন তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। সপথ করিয়া যদি ভ্রম বশত কেহ কোন মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান করে এবং সাক্ষ্য দাতার যদি ইহাতে কোন অভিসন্ধি না থাকে তাহা হইলে যদি মিথ্যা সাক্ষ্যের অপরাধে শাস্তি পাইতে হয়, তবে যিনি সাক্ষ্য দিতে উপস্থিত হন তাহারই না হউক, মকর্দ্দমায় যে পক্ষ পরাজিত হয় সে পক্ষের সমুদয় সাক্ষীর এই রূপ দণ্ড পাওয়া উচিত।

আবার আনন্দ মোহন বাবু হইকোর্টে আফিডাবিট করেন যে জুরিরা বলিয়াছেন তিনি কেবল সপথ করিয়া মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়াছেন, অর্থাৎ তাঁহার এরূপ মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়ার পক্ষে কোন রূপ উদ্দেশ্য ছিল না, আদালত হইতে বহির্গত হইয়া কোন কোন জুরি ও এই রূপ অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন। জানকী বাবু

ভ্রম বশতঃ মিথ্যা কথা বলিয়াছেন জুরিদের এই রূপ বিশ্বাস ছিল, অন্ততঃ জুরিদের মধ্যে কেহ কেহ অনুসন্ধান করিয়া এই রূপ অবগত হইয়াছেন।

ইডেন সাহেব যদি জানকী বাবুর প্রতি কৃপা দৃষ্টি করেন তাহা হইলে তিনি এক জন নির্দ্দোষী দেশ হিতৈষী পরোপকারী ও অন্যান্য গুণশালী যুবকের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করিবেন। ভাগাকুলের কুণ্ডেরা যে অতি সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি এবং জানকী বাবুরাও যে অতি সম্ভ্রান্ত লোক তাহা ইডেন সাহেব ঢাকার কমিসনারের রিপোর্ট পাঠ করিলে অবগত হইবেন। গত ১০। ১২ বৎসরের মধ্যে ঢাকাতে যে সমুদয় রাজ পুরুষেরা কাজ কর্ম্ম করিয়াছেন তাহাদগকে জিজ্ঞাসা করিলেও তিনি ইহা জ্ঞাত হইবেন। ইডেন সাহেব হয় ত জানকী বাবুকে বিশেষরূপ জানেন না, কিন্তু টেম্পল সাহেব ও ক্যাম্বেল সাহেবের শাসন কালে যে সমুদয় রাজ পুরুষদের হস্তে রাজ্য শাসনের ভার ছিল তাহারা অনেকে জানকী বাবুকে চিনেন। ইডেন সাহেব এই সমুদয় উচ্চ পদস্থ লোকের নিকট জিজ্ঞাসা করিলে জানকী বাবু কি রূপ লোক তাহা অবগত হইবেন। লর্ড নর্থব্রুক এখন এখানে নাই। তিনি এখানে থাকিলে আমরা তাঁহার নিকটও জানকী বাবুর কথা জিজ্ঞাসা করিতে বলিতাম। জানকী বাবু দুর্ভিক্ষের সময় দেশের বিস্তর উপকার করেন এবং এই উপলক্ষে তাহার সঙ্গে অনেক সম্ভ্রান্ত ইংরাজের আলাপ হয়। তিনি দুর্ভিক্ষের সময় দেশের যে উপকার করেন গবর্ণমেন্ট তাহার নিমিত্ত তাহাকে কোন সম্মান করেন না, এবং আমরা ভরসা করি, তাঁহার যদি কোন দোষও থাকে তাহা হইলে সেই সময় গবর্ণমেন্ট তাহা কর্ত্তৃক সে উপকার প্রাপ্ত হন, তাহা স্মরণ করিয়া ইডেন সাহেব তাহার প্রতি কৃপা বিতরণ করিবেন।

গত সপ্তাহে নিম্নোক্ত যুদ্ধ সংক্রান্ত তারের সম্বাদ গুলি প্রকাশিত হইয়াছে।

২৭শে সেপটেম্বর। বলগরিয়ায় বৃষ্টি আরম্ভ হওয়াতে সেখানে আপাতত যুদ্ধ হইতেছে না। এই রূপ রাষ্ট্র যে, ২৫শে তারিখে রুশদিগের সৈন্য দলের মধ্য ভাগ কর্ত্তৃক প্লেবেনা আক্রান্ত হয়, কিন্তু রুশেরা পরাস্ত হয় এবং যুদ্ধে তাহাদের বিস্তর অনিষ্ট হয়। এ বিষয় কোন সরকারী সম্বাদ পত্রে প্রকাশিত হয় নাই। রুশেরা ইগডিয়ের দক্ষিণে তুর্কদিগকে আক্রমণ করে, কিন্তু যুদ্ধে পরাস্ত হয় এবং ইহাতে অনেক রুশ হত হয়। জেনারেল টাগুকাসৌর সৈন্য দল হইতে অনেক সৈন্য গ্রাণ্ড ডিউক মিচেলের সৈন্য বৃদ্ধির নিমিত্ত প্রেরিত হইয়াছে। উক্ত জেনারেলের নিকট আপতত কেবল ১২ সংখ্যক সৈন্য দল আছে। সম্বাদ পত্রের সম্বাদদাতাদিগের পত্রে এই রূপ প্রকাশ হইয়াছে যে, রুশদিগের হেড কোয়াটারে ভয়ানক অসন্তোষ ও ভগ্নোদ্যম উপস্থিত হইয়াছে। রুশ রাজ কর্ম্মচারিরা বিবেচনা করেন যে যুদ্ধের প্রত্যেক অবস্থাতে যে সমুদয় সৈনিক পুরুষেরা আপনাদের অযোগ্যতার পরিচয় দিয়াছেন তাহাদিগকে শাস্তি না দিলে রুশদিগের জয় লাভ করা অসম্ভব। সবেল নামক মৃত্তিকা নিঃক্ষেপ করার অস্ত্রাভাবে রুশেরা প্লেবেনার পরিবেস্টন সম্পন্ন করিতে পারিতেছেন না।

২৮শে সেপটেম্বর। চেম্বার অব ডিপুটীদিগের জিজ্ঞাসা মতে অষ্ট্রিয় কাউন্সেলের মন্ত্রি বলিয়াছেন যে, অষ্ট্রিয় গবর্ণমেন্ট রুশ কি তুরুস্ক কোন দিকেই সাহায্য করিবেন না।

রুশেরা লোম নদীর উপরে সৈন্য সংগ্রহ করাতে মহাম্মদ পাশা সসৈন্যে কারালোমে গমন করিতেছেন।

দৈব দুর্দৈাগে যুদ্ধের প্রয়োজনীয় দ্রব্যের আমদানি এবং বৃহত আকারের শকটের গতি রহিত হইয়াছে।

২৫এ তারিখে রোমানিয় সৈন্যেরা গ্রিবিজার দ্বিতীয় দুর্গ অধিকার করার যত্ন করে কিন্তু কৃতকার্য্য হয় না। মাহাম্মদ্য পাশা যখন বায়লা আক্রমণ করেন এবং এনিভা নামক স্থানস্থিত দুই সহস্র রুশদিগকে আক্রমণ করার উদ্যোগ করেন, তখন সলিমান পাশাকে মাহাম্মদ পাশার সাহায্যার্থে সৈন্য প্রেরণের নিমিত্ত আজ্ঞা দিয়াছেন। তুর্কেরা শক্রদিগকে এনিভা নামক স্থানে আক্রমণ করে এবং তাহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করিয়া তাস্মুত প্রত্যাবর্ত্তন করে।

২৯এ সেপটেম্বর। ২২এ তারিখে স্মাইল পাশার সঙ্গে জেনারেল টাগুকাসেইয়ের ক্রমাগত নয় ঘণ্টা ভয়ানক যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে কাহার হারি জিত হয় নাই। রুশদিগের ৩০০ শত এবং তুর্কদিগের ৪৫ জন হত হয়। চেম্বার অব ডিপুটীদিগের জিজ্ঞাসা অনুসারে হঙ্গেরিয়ার মন্ত্রিদিগের কাউন্সেলের প্রেসিডেন্ট প্রকাশ করিয়াছেন যে, রুশ সম্রাট, অষ্ট্রিয় সম্রাট, এবং জার্ম্মেন সম্রাট প্রভৃতির সঙ্গে যে আত্মীয়তা আছে তাহার সঙ্গে তুর্ক যুদ্ধের কোন সংস্রব নাই। অর্চৈইন নামক স্থানের সম্মুখে চিবকেট পাশা একটি প্রাচীর প্রস্তুত করিয়াছেন। রুশিও সম্রাট, সৈন্যদিগের জন্য চিকিৎসালয় প্রস্তুত করিবার নিমত্ত ড্যানিউব নদীর ওপার হইতে কাট আনিবার উদ্যোগ করেন এবং সুলতানের নিকট প্রার্থনা করেন যে সুলতান কাঠ পার করিবার অনুমতি প্রদান করেন। সুলতান প্রথম জিজ্ঞাসা করেন যে, রুশ সম্রাট সৈন্যদিগের চিকিৎসালয় কি তাহাদের গৃহ নির্ম্মাণের নিমিত্ত কাঠ আনিতে চাহেন। পরে সুলতান এ অনুমতি প্রদান করেন না। তুর্কিতে এবার ভয়ানক শীত পড়িবার সম্ভাবনা। এখনই সিপকাপাশের উপর দুই ইঞ্চ বরফ পতিত হইয়াছে। এই রূপ রাষ্ট্র যে আপাতত বলগরিয়ার যুদ্ধ কার্য্য বন্ধ হইল। রুশেরা টার্ণোবা পরিত্যাগ করিয়। অন্যান্য যে ২ স্থান তাহারা অধিকার করিয়াছে শীত কালে কেবল তাহাই রক্ষা করিবে।

১লা অক্টবর। সুলতান ড্যানিউবের ওপার হইতে কাঠ আনিবার নিমিত্ত রুশদিগকে অনুমতি প্রদান করেন নাই। সলিমান পাশা তারে সম্বাদ পাঠাইয়াছেন যে, সিপকাপাশের তিন দিক হইতে বোম নিঃক্ষেপ করিতে আরম্ভ করাতে রুশেরা বিপদে পড়িয়াছেন।

২রা অক্টবর। এই রূপ রাষ্ট্র যে রুশ গবর্ণমেন্ট বলিয়াছেন বর্ত্তমান অবস্থাতে তাহারা সন্ধি করিবেন না, তাহারা যুদ্ধ করিবেন। প্লেবনাতে যে রোমানিয়া সৈন্যদল আছে তাহার অধ্যক্ষতার ভার জেনারেল টডটেল বেলের উপর প্রদত্ত হইয়াছে। রোমানীয়েরা প্লেবনা নিয়মমত প্রাচীর দ্বারা আবদ্ধ করার যত্ন করিতেছে। ৫০ হাজার রুশয় ইম্পিরিয়াল গার্ড উপস্থিত হইয়া পোকাই অধিকার করিয়াছে। রুশিয় সরকারী পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে যে, ২৭এ তারিখে ইস্মেল পাশা জেনারেল টাগুইকোলৌকে আক্রমণ করেন, কিন্তু হারিয়া যান এবং তুর্কদিগের বিস্তর ক্ষতি হয়। মুক্তিয়ার পাশা লিখিয়াছেন যে, আরদেহান হইতে অনেক গুল রুশ সৈন্য দল কারস নদী পার হওয়াতে তুর্ক কর্ত্তৃক আক্রান্ত এবং সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হয়।

নিম্ন লিখিত পত্র খানি আমরা এস্থলে গ্রহণ করিলামঃ—

"আমাদের শ্রদ্ধাস্পদ অনরেবল নবাব মৌলবী মীর মাহাম্মদ সাহেব গবর্ণমেন্ট দত্ত খেলাত ও সনদ গ্রহণ পূর্ব্বক ২৩এ ভাদ্র পাংশা ষ্টেশন হইয়া বাটি আগমন করিবেন ইহা প্রথমতই ঘোষণা হইয়াছিল। রেলওয়ে কোম্পানির প্রধান কার্য্যকারক সাহেব পাংশা ষ্টেসন নবাব সাহেবের শুভাগমন জনিত অভ্যর্থনা জন্য আদেশ করিয়া ছিলেন। পাংশার ষ্টেসনমাষ্টার মহাশয় বিশেষ জাঁকজমকের সহিত নবাব সাহেবের অভ্যর্থনা করিয়া ছিলেন। কদলীবৃক্ষ, দেবদারু, ও নারিকেল পত্র সংযোগে গেট, নানা বর্ণের পতাকায় ষ্টেসন সুসজ্জিত করিয়া ছিলেন। জল পূর্ণ পিত্তল কলস ও আম্র পত্র শিরে করিয়া মঙ্গল চিহ্ন দেখাইতে ত্রুটি করেন নাই। সহস্রাধিক হিন্দু মুসলমান নবাব সাহেবের কর্ম্মচারীগণ ও আসাবরদার প্রভৃতি বিশেষ সজ্জার সহিত প্লাটফরমে শ্রেণীবদ্ধ পূর্ব্বক দণ্ডায়মান ছিল। জরির পাখা, ও বড় ২ চামরের অভাব ছিল না। ট্রেণ আসিবা মাত্র অসংখ্য বোম ধ্বনি হইতে লাগিল। সামান্য লোক প্রায় ৮। ৯ হাজার যাহারা ষ্টেসনের পশ্চাদ দণ্ডায়মান ছিল তাহা জয় ধ্বনি ঘোষণা করিতে লাগিল। বিশেষ জনতা হেতু নবাব সাহেব অতি অল্পকাল মাত্রই ষ্টেসনে অবস্থিতি করিতে পারিয়াছিলেন। বাধ্য হইয়া চন্দন ঘাটে পতাকা সজ্জীত গেটে গমন করিতে হইল। তথায় সহস্রাধিক কাঙ্গালী বিদায় করিয়া আত্মীয় স্বজন ও দেশস্থ ভদ্রলোক সমভিব্যাহারে গৃহাভমুখে যাত্রা করিলেন। চন্দনার উভয় পার্শ্বস্থ প্রজাপুঞ্জ জয় ধ্বনি করিতে২ মনের আনন্দে দৌড়িতে লাগিল। প্রায় দশ মাইল পথ এই প্রকার সাধারণের জনতা ও মঙ্গল ধ্বনি হইয়াছিল। আমরা নবাব সাহেবের ভাগ্যকে শত সহস্র বার ধন্যবাদ দিতেছি, কারণ চন্দনার উভয় কুলের প্রজাগণ সকলে তাঁহার অধিকারভুক্ত নহে।

পদমদির ঘাট হইতে নবাবের প্রাসাদ পর্য্যন্ত রাস্তার উভয় পার্শ্বে কদলী বৃক্ষ মঙ্গল ঘট ও স্থানে ২ গেট প্রস্তুত করিয়া তাঁহার কর্ম্মচারীরা ভক্তির সহিত নবাবকে অভ্যর্থনা করিয়া ছিলেন। তাহারা সাধ্যানুসারে অনুষ্ঠানের ত্রুটি করেন নাই। নহবত, বাই নাচ, যাত্রাগান, কিছুরই অভাব রাখেন নাই। এখানে দুই দিবস পর্য্যন্ত অসংখ্য কাঙ্গালী বিদায় হইয়াছে। আমরা কায়মনে ঈশ্বর সমীপে প্রার্থনা করি যে নবাব সাহেব দীর্ঘ জীবী হউন।

১২৮৪ } আপনার অনুগত
৫ই আশ্বিন। } জনৈক দর্শক।"

বেহারের নীলকরদিগকে ইডেন সাহেব যে পত্র লিখেন তাহাতে তিনি এক রূপ ইঙ্গিত করেন যে, নীলকরেরা প্রজার প্রতি যে অত্যাচার করেন তাহার কারণ জমিদারেরা। জমিদারেরা নীলকরদিগকে এত উচ্চ হারে ইজারা দেন যে নীলকরেরা কাজেই প্রজা নিষ্পীড়ন করিয়া কর আদায় করিতে বাধ্য হয়। আমরা শুনিলাম মজাফাপুরের জমিদরেরা স্থির করিয়াছেন যে, তাহারা নীলকরদিগকে আর ইজারা দিবেন না। যদি জমিদারেরা আপনাদের সংকল্প রক্ষা করিতে পারেন, তাহা হইলে ইডেন সাহেব নীলকরদিগের পক্ষ সমর্থন করিতে গিয়া তাহাদের উচ্ছিন্নের কারণ হইবেন মজাফাপুরের জমিদারেরা যদি অগ্রণী হন এবং তাহাদের অর্থের যদি সচ্ছলতা থাকে, তাহা হইলে তাহা বোধ হয় এই সংকল্প রক্ষার যত্ন করিবেন। জমি রেরা জমিদারী ইজারা দিয়া আপাতত যে কিছু উপ প্রাপ্ত হন শেষে তাহাদের দশ গুণ ক্ষতিগ্রস্ত হইতে যে জমিদারী একবার নীলকরদিগের হস্তে প হইয়াছে, সে জমিদারীর প্রজারা প্রায় একে উচ্ছিন্ন গিয়াছে, সুতরাং এই সমুদয় জমিদারি জমিদারদিগের হস্তে আইসে তখন জমিদারেরা আ পূর্ব্বের ন্যায় জমিদারীতে আয় করিতে পারেন ন আবার যদি জমিদারেরা নীলকর সাহেবদিগকে জ দারী ইজারা না দিয়া খাসে রাখেন তাহা হইলে প্রজ অবস্থা ক্রমে ভাল হয় এবং তাহাদের অবস্থা যত ভ হইতে থাকে তত জমিদারদিগের আয় বৃদ্ধি হ নীলকর সাহেবেরা প্রজার নিকট হইতে নিষ্পী করিয়া সচরাচর যত অর্থ উপার্জ্জন করেন,

THE AMRITA BAZAR PATRIKA.

CALCUTTA, THURSDAY, OCTOBER 4, 1877.

Baroda is about to make the attempt to supply India with lucifer matches. A large factory on the English pattern is shortly to be started.

---ooo---

The case of Dookhi Guree was taken up last Thrusday by the High Court when Mr. Kilby, the Assistant Standing Counsel, asked for an adjournment, on the ground that the Magistrate's explanation of the charges brought against him by Dukha in his affidavit was so incomplete and indistinct that he did not know how to defend him. The case has accordingly been postponed till the re-opening of the Court, and the Magistrate of Malda asked to submit a further explanation. In the meantime, we hear, but we cannot vouch for the correctness of the statement that, the Government has called upon the Magistrate to explain why he did not on receiving the application from Dukha at once proceed to the Bunglow of the District Superintendent, and examine with his own eyes whether or not Dukha's wife was actually lodged in the house of Mr. James? We also hear that the Deputy Inspector General of Police had gone to Maldah to hold a local enquiry on the subject.

---ooo---

The *Indian Daily News* must be dead to the inspiration of all good taste, to speak of nothing higher, when it can set up the misfortune of a fellow citizen as a peg on which to hang a satire on a contemporary. The principle or want of principle which has dictated its absurd review of the *Statesman's* well-reasoned strictures on the trial of Janoky Nath Roy, is too transparent to be misread. The *News* must not suppose that it can succeed in throwing dust into the eyes of a discerning public, by ringing changes on such irrelevant matter as the tendency of the *Statesman's* observations to feed native sedition, to induce contempt for the High Court, and the like trashy talk which it is now the fashion to import into all discussions. It is because the *Statesman* is jealous of the prestige of the High Court as the palladium of justice that it has wielded its potent pen against what has assumed the appearance of a scandal, while it is simply idle to drag the bugbear race antagonism into the question, seeing that the parties in the case did not belong to conflicting races.

---ooo---

Conspicuous among the self-made men of the times is Moulvie Abdool Lateef, Khan Bahadoor. Originally a schoolmaster, he is to-day the leader of the Mahomedan community, nay, the leader of the Hindu, as well as the Mahomedan, Subordinate Executive Service. And he owes his elevation entirely to his stirling abilities and his stirling character. It would be a strange phenomenon, if such a person escaped all criticism We are not surprised, therefore, that the Moulvie's recent appointment as a Presidency Magistrate, has been the occasion of increasing the supply of stirred bile in the market of public life. It has been an eyes[illegible] to all servile sentinels of a standing monopoly of the celestials, and to all inveterate unbelievers in a legal administration of justice. And we have been treated to a deal of croaking, of demonstrative croaking too. The head and front of the Moulvie's offence, however, as croaked out by these mischievous ravens of the scribbling world, is that he is *slow, i. e.*, when translated into uneuphem[illegible] language, he is loth to administer ma[illegible] and will not consent to pervert the [illegible]rcial [illegible] for exhibiting his adroitnes[illegible] bench into an arena [illegible] Well, the Moulvie [illegible]s as a sacrificer of suitors. [illegible] of justice, and at a [illegible]as never scandalized our sense [illegible] as plentiful as blac[illegible] time when judicial scandals are [illegible] title to public gr[illegible]kberries, this means no small [illegible]titude. We do hope that a [illegible] not suffer cliqism *in excelis* [illegible] impunity.

---ooo---

[illegible] the European guards of our [illegible]ill appear from the following [illegible]f the Eastern Bengal Rail[illegible]n endeavouring of late to [illegible]rt of an enviable notoriety. [illegible]was charged with improper [illegible] passenger, who was her[illegible]d, and, on failure of the [illegible] for defamation was be[illegible]ual. Shortly before that [illegible]ulted the wife of a fellow [illegible]ter was set at rest by an [illegible]ast public exhibition of this [illegible] Thursday night. A guard, [illegible]s said to have gone in an in[illegible]house of a man named Danvers, [illegible]ce of the master, demanded of [illegible]glass of brandy. She appeared to [illegible]lated at the demand, and, as she [illegible] the house, offered to treat Grant [illegible]ose by; but, it is said, Grant was either too drunk to understand her, or was obstinately determined to quarrel, and struck her with his clenched fist, knocked her down, and kicked her on the face. It is said that Mrs. Danvers tried to protect herself as best she could, and, managing to exercise herself, she took up a knife from the table, and struck Grant a blow on the back, close to the spine. This was, of course, a quietus for the brave individual; but the result of the affray was that information was given to the Police, and both Grant and Mrs. Danvers were conveyed to hospital, where they are at present, from the effects of the injuries received. Cross-charges have been instituted, and will, probably, come on for hearing in the course of this week at the Sealdah Magistrate's Court."

---ooo---

Mowlah and his Maker alone know whether he was guilty or otherwise, but Mowla stoutly maintained his innocence both at his trial and at his execution. Here is an account of his execution, and we are curious to learn with what feelings it has been read by the jurors who found him guilty and the judge who sentenced him to death:—

The convict Mowlah, who was sentenced to death at the last Criminal Sessions by Mr. Justice Kennedy, for the murder of one Nildhary *Chamar*, was hanged at day-break yesterday at the Presidency Jail. It will be remembered that Mowlah was found guilty of having caused the death of his victim by administering to him arsenic in a *pan*. The evidence against him was mainly circumstantial, but the chief witness was a man named Toolsy, who had originally been a co-defendant with the condemned. The reason assigned for the commission of the deed was the existence of an intrigue between Mowlah and the wife of Nildhary. At his trial Mowlah denied all personal knowledge of the *pan* he had given the deceased; and he had bought it promiscuously at a peripatetic stall. Subsequently, while under sentence of death, he petitioned the Lieutenant-Governor to the effect that Toolsy, and not he, had formed an improper connection with the wife of Nildhary. Toolsy, he said, had given him the *pan* eaten by the deceased, and had told him that it only contained an intoxicating drug, probably meaning, according to the common native idea, a charm of some sort. On being questioned yesterday morning as to his guilt or innocence, he replied that the last statement he made was the truth. To this statement he adhered up to the last, loudly protesting his innocence even up to the moment of his being led up to the scaffold. From about 4-30 A. M. yesterday knots of men gathered at the doors of the jail, and the hundred "respectable" persons permitted by the law to witness the spectacle were soon drawn to the foot of the gallows. The prisoner stood in the "condemned cell" a yard or two away, looking curiously at the crowd, and chaunting in a loud voice his belief in God and the prophet, in no way disconcerted by the preparations that were being made round about him; and in proof of his indifference called to his brother, who stood sobbing among the spectators, that crying was of no avail. Two European missionaries held a short conversation with him, when he insisted on having a bath before being executed. Dr. Nicholson, the governor of the jail, ordered that he should be supplied with bathing-water, and the door of his cell being unlocked, the condemned man stepped out, and went through his ablutions with the greatest nonchalance. He was then handcuffed, and his arms pinioned behind him. The governor and jailor, according to form, identified him as Mowlah, and the death-warrant was read out in English by Dr. Nicholson; but when an attempt was made to interpret it to the condemned he refused to listen to it, saying that his execution had already been decided upon, and that he was not afraid to die. He was conducted to the scaffold, and the rope was adjusted round his neck, without his showing the slightest sign of remorse or fear. The bolt was drawn, and he died almost immediately after without a struggle.

---ooo---

The *Indian Tribune* sometime ago published the account, how a mango-seller was beaten to death by a servant of Mr. Burkitt, the Magistrate of Etwa. Our contemporary farther said that the man acted under the orders of his master. This paragraph was quoted by the *Delhi Gazette* and it subsequently came to the notice of the Government which took energetic steps to inquire into the case. The Magistrate said in his explanation that, when walking across his compound to kutchery, a servant came and told him that a man who was selling mangoes to some of the servants had fallen dead in a fit near the stables. He directed him to report to the police and went on to kutchery. The case was tried by a subordinate of his, who [illegible]ntenced the man who had caused death to [illegible] week's simple imprisonment. The Magistrate furth[illegible]r remarked that "the unfortunate man's spleen was fo[illegible] five times larger than usual." The High Court which ha[illegible]called for the records remarked "it would have been mor[illegible]isfactory if the Magistrate had distinctly foun[illegible]ether the blow was inflicted with the closed [illegible]or with a stick. Under any circumstance t[illegible]unishment was inadequate." The *Englishma*[illegible]dvises the Government to prosecute the *Ind*[illegible]*ribune* for defamation. Now may we inquire, [illegible] the action of Mr. Burkitt in this case, accordi[illegible] his own shewing, like that of an Englishma[illegible] a Magistrate? A servant brings to him info[illegible]on that a mangoe-seller had suddenly fallen de[illegible] his own compound, near his own stable, only a [illegible]stance of a few paces from him. And the Magist[illegible]o sooner he hears this than runs to the Ku[illegible]! Was that, we repeat, acting like a huma[illegible]ing or an Englishman, or a Magistrate? He had immediately proceeded to the sp[illegible] could have seen whether the man needed [illegible]dical relief or not, at least all the actu[illegible] of the case, as also the important fact wh[illegible] or not the man had died of a blow from [illegible]k. His evidence would have satisfied all par[illegible]nnected with the case. The case was transferred [illegible]e file of one Mr. Staley and he tried the cas[illegible] such a perfunctory manner that the important point, how the man came by his death, was left undecided. And the man who was a sweeper only sentenced to one week's simple imprisonment! May we enquire why was Mr. Staley so very lenient? After all, if the *Englishman's* suggestion is carried out, and the *Indian Tribune* prosecuted, the case will be tried *de novo* and fuller particulars of it may come to light. We believe, the *Tribune* is in a position to prove that it had good reasons for believing the statement that it made.

---ooo---

THE LEVELLING DOWN OF THE NATIVE PRINCES.

Lord Dalhousie often expressed his wonder at the tenacity with which natives of India clung to their own institutions and Governments. His Lordship was at a loss to understand why they objected to be transferred from the chronic misrule of Native States to the settled and regular administration of British territories. In his opinion there was nothing to account for the strong and general opposition to his pet annexation policy, except the foolishness and ignorance of the people. Lord Dalhousie was not the only Briton who thought in this way. In their unbounded conceit and vanity, the majority of Britons consider their institutions and their system of Government as the best in the world, and are always puzzled, because these are not eagerly accepted by other people. The Europeans in India likewise do not see any reason why the natives should wish for the preservation of Native States, and object to be transferred to their benign rule. In their usual way of thinking, they take everything under native administration rotten to the core, and everything under British rule perfect. And yet the people are so stupid that they do not desire to exchange the misery of the former for the happiness of the both.

But this fond wish of the natives of India to be ruled by their own race is fast dying out, not because that they have suddenly fallen in love with their foreign rulers but because there is not properly called one Hindoo or Mahomedan Sovereign who is independent, and who does not acknowledge the supremacy of the British Government. People now a days do not feel so much regard and respect for the Native Princes as they did for their fathers and grandfathers. The Holkar and Scindia, the Gaekwar and the Nizam whose ancestors led vast armies and fought hard with the English, the French, and with each other for establishing their supremacy in India, are now so many vassals of the Empress of India, and what little independence they possessed is being by a dexterous policy gradually wrested from them.

Superficial readers of English History might believe that the conquest of England was effected by the Normans when they overthrew the Saxons at the battle of Hastings. The Norman king occupied the Saxon throne; the estates of many Saxon barons who fell in the battle field of Hastings were confiscated by the Conqueror and partitioned among his followers; the Norman French became the language of the Court and the aristocracy; and the supreme legislative power was vested in the hands of the Norman king. Nevertheless, real students of English History and the greatest constitutional lawyers of England inform us that the real conquest of England was effected neither in the reign of William the Conqueror, nor in that of his successor, but about a century after, that is, about the middle of the reign of Henry II. The conquerors were but a handful of men, the masses clung with obstinate tenacity to the Saxon institutions, customs, and manners; and notwithstanding the dreadful massacre of Saxon nobles on the fatal field of Hastings, there were still left a large number of that class who were looked upon with great respect by the masses, and who were considered as the natural leaders of the people. The one object which the earlier Norman princes had in view was how to render the subjection of the Saxon nobles a *real* one, and this object was attained as above stated, in the reign of Henry II.

It would be very instructive to trace the steps by which the Saxons were gradually and as it were, unconsciously made to part with all their rights and privileges. The Feudal tenure was introduced in England by William very cautiously, at first, and in those estates only which had been forfeited to the crown. He recommended his Norman followers to pursue this policy in their estates. An invasion being apprehended from the Danes, the king held a great council of the nation, and remonstrating with them about the defenceless state of the realm, made them consent to the universal introduction of the feudal law throughout the kingdom. In a weak moment, the Saxons yielded, took the oath of fealty, and promised to defend their lord's territories against all enemies. Of course they meant no more than to put the kingdom in a state of defence by establishing a military system. The king having succeeded in introducing the thin end of the wedge, the rest of the work was entrusted to the Norman lawyers. The latter who were skilled in all the niceities of the feudal constitutions interpreted that by taking the *oath of fealty*, the Saxon nobles rendered themselves tenants or vassals. When the relation of lord and vassal was well established,

they annexed to it certain incidental services and at last they introduced all the rigorous hardship and service of a genuine feudal tenure. In the words of an eminent historian: "The Saxons who had barely consented to this fiction of tenure from the crown as the basis of a military discipline, looked upon these deductions as grievous impositions and arbitrary conclusions from principles; that as to them had no foundation in truth;" and "the Saxons had been defrauded of their rights and liberties by the arts and finesse of the Norman lawyers, rather than deprived by the force of the Norman arms."

An honest historian of India would say that the real supremacy of the English in this country began not after the battles of Plassey, Seringapatam, or Assaye, but a few years after the suppression of the Sepoy war. There has been a marked difference in the treatment of the native Rajahs before and subsequent to that event. Instead of treating Rajahs as honored allies of the British Government, it has now become the fashion to treat them in the light of British subjects. Such languages as "*feudatory princes,*" "*paramount power,*" are now freely used and without any protest. The British Government now feel no hesitation in commanding or compelling the at endance of the greatest of the Indian Princes to any of its durbars to pay homage to the Queen of England. The Nizam whose grandfather the other day felt himself insulted at the offer of a C. S. I. by the British Government was *excused* by the Viceroy for his inability to present himself on the occasion of the visit of the Prince of Wales, while he was *compelled* to attend the Delhie Durbar in spite of his delicate health.

Last January however put an end to all the little soverign rights they had hitherto possessed. They were forced to attend the ceremony of the Imperial Assemblage, and forced to give their consent to all that took place on that occasion. Among others they were made Councillors to the Empress of India, and we read that the first convocation of these Councillors will be held at Simla in a fortnight. Now the value of the title of the "Councillors to the Empress" will be best understood when it is known that the same title has also been conferred on the members of the Viceregal Council. So a Nizam, a Scindiah, and a Holkar have been levelled down to the position of a Hope or a Chapman.

The future of our Princes and Chiefs is no doubt enveloped in darkness, but one can at least conjecture the result of the policy pursued by the British Government in regard to them. Today they are the Councillors to the Empress of India, a few years after they will be converted into the members of the Viceregal Council, and within the next half decade a seat in the Council of the Local Government will perhaps be thought too much for them. Being thus brought lower and lower to the level of ordinary people, their subjects will gradually come to lose all respect for their sovereigns, and grow refractory and unmanageable. The Princes will either engage themselves into a perpetual warefare with their subjects, or bei g unable to cope with them will give themselves up to luxury and debauchery, leaving their territories into a state of disorder and anarchy, and and thus giving an opportunity to the paramount power to disposses them of their rights and privileges, and pension them off to a distant part of the country.

———*ooo*———

ANOTHER LITERARY ARTICLE.

We said sometime ago that we receive a good many letters every day. Indeed, this must be the fate of those who take upon them[se]lves to manage and conduct Newspapers, though [the] number of such letters must vary according [to t]he extent of the circulation of each periodical. The preciseness and punctuality with which these letters are daily delivered speak volumes in favor of English character, English Government, and the system of Postal arrangement in vogue here. Letters despatched from Tuticorn reach us as safely and punctually as those despatched from Peshwar, and all at the cost of 2 pice per letter; and is not that nation, which could introduce such a machinery for the conveyance of letters, very wise and very clever? We are profoundly grateful to the Postal authorities for the manner in which they deliver their letters to us, and we must declare for the sake of truth that, though there are complaints against the department, we get *our* letters *at least*, safely and punctually.

The wise and faithful servant, when his master was leaving a friend's house, where he had been residing for some time, said on his master's inquiry of him thus, "Have you packed off all my articles John?" "*At least* our articles, master" replied faithful John. So we can truthfully say that we do get *our* letters *at least*, for as a matter of fact, we not only get the letters addressed to us, but many which are addressed to others! Those who conduct newspapers in this country will at once agree with us when we say that, opening letters and reading their contents are the most troublesome part of an Editor's business, of course those letters excepted which contain money. Indeed, our troubles begin when the Postman delivers not only all the letters that ought to reach *us* on that day, but alas! with them are many, which ought not to have come to us; or our office, or the lane in which our Office is; or the Ward in which the lane is nay not even the Town in which the Ward is. For letters addressed to Amirtsar oftentimes reach our hands, and need we tell why? Amirtasar and Amritabazar are very much similar in sound, though the one is in Bengal and the other in the Punjab. But with less excusable reason are letters, addressed to Aminbazar Krishnagore, handed to us, and with still less excuse, letters addressed to Bechoo Chatterjea's Street are delivered to us because we happen to reside in that of Annanda Chatterjea's.

We have however no complaint against the Postal Department, but we *have* a great deal against our correspondents and constituents, and this article is solely meant for them and not for the former. Troublesome it is to open the letters we receive and peruse their contents, (of course the trouble is converted into pleasure when there is money) but how troublesome none but those who have experienced it can appreciate. The least part of our trouble is to select our letters and return those to the Postman which should not have reached us at all. Babu Chandra Nath Roy is the Manager and Publisher of this Paper, and we would have not much cared for the havoc, now and then made in his name, if this frolic, on the part of our correspondents, had not been the cause of death to us. Chandra Nath, or Chandra Kumar, or Chandra Kant would have made very little difference with us if the letters contained only literary matter, or at least currency notes, and not money orders. Our readers will easily see that mistakes in the superscription of letters containing money orders put us to serious inconvenience and loss. For money orders drawn in favor of Chandra Kant will never be credited to Chandra Nath, though we may protest with all our might that there was only a mistake and so forth. This is not the only havoc that is now and then committed upon the name of our Publisher. The name is not only not disfigured, but it is frightfully maimed and sometimes horribly murdered. An impression has gone abroad that some Ghoses are somehow or other connected with this Paper, and the result is that Chandra Nath not only becomes a Chandra Kanta, but oftentimes a Ghose, and by way of transition occasionally even a Bose!

But other elements of discord give occasion to still more frightful murders. It is believed abroad that some beings bearing the names of seasons have something to do with the Journal and the result of this is oftentimes a most ludicrous amalgamation of Roy, Ghose, Kumar, Nath &c. &c. But the most disturbing factor is the name of our esteemed friend Babu Annanda Chander Chatterjea which is the name of the street we reside in. Now we must protest with all the might we possess that because our Office is in Ananda Chatterje's Street, therefore any body has any right to convert Babu Chandra Nath Roy into Chandra Nath Chatterjea. How often have we pondered over a letter addressed to Babu Chandra Nath Chatterjea to decide whether it belonged to our Publisher, or to the distinguished pleader at Bhowanipore who bears the same name!

James Prinsep deciphered a character which had defied the attempts of all philosophers to unriddle it, by getting hold of two letters only; but we doubt very much, whether it would be in the power of the master of James Prinsep, to discover the name of a correspondent who is a total stranger, and who omits to put his name down in a letter. Alas! how many such letters we receive annually and letters containing money too. Letters have we got in dozens, letters perfect in every respect, duly numbered and dated, but with the omission of one not unimportant particular——the name of the writer. Of course, when such letters contain simply the effusion of the writer's genius, we can safely put them aside, without troubling ourselves [illegible] much to ascertain the parties from wh[illegible]ery came; but just fancy letters con[illegible]om they direction to change addr[illegible]aining money or [illegible] &c., but no name, and then you can pa[illegible]eel for the petty annoyances of an Indian [illegible]r, annoyances which when accumulated, [q]uite sufficient to dismay the stoutest heart.

There a[re o]thers who put their initials only, quite confi[dent t]hat the initials of such a great man ought to b[e kno]wn to the whole world. But these great folk[s oug]ht to know that, many things we know not [which] we ought to know, and this we confess [fo]r shame. Others there are who spend al[l the]ir skill and ingenuity upon their name, a[nd mak]e all sorts of flourishes upon it, believing [pro]bably that the worldly prosperity and spi[ritual a]dvancement of a man, depend mainly upon the [illegible] in which one can write his name. These gent[lemen] no doubt shew an excellent skill, but the ski[ll so]mewhat, and sometimes fatally, interferes with [legi]bility. Then there are other great folks w[ho wr]ite through their private secretaries. Certai[nly n]o harm in that when one can afford to keep [illegible]. But these private secretaries in writing let[ters t]o us ought to inform us whose private secr[etaries] they are. Their masters' name may be kn[own th]roughout the world, but from that we shall never consent to deduce the proposition that the names of the private secretaries of such persons ought to be therefore known to all mankind. These private secretaries will write to you that his *Huzur* bids him to write &c., &c., only forgetting to mention who his *Huzur* is.

There is some trouble in writing a legible hand but there is greater trouble in perusing illegible writing. The correspondent who writes an illegible hand thus seeks his comfort at our cost. May we inquire why should he be so selfish? Why do you, to save a small trouble, put us into a greater trouble? The question has then a legal side; whose duty it is to take the trouble? The question may be at once settled by referring to one fact which we shall for the first time disclose. When a letter, written in illegible writing is put into our hands, we think that the writer has committed an immoral act and is extremely selfish, and therefore deserves no consideration at our hands. If we get such letters after evening, we make a bon-fire of them and if before, we simply destroy them. Now it is for our correspondents to judge, whether after such a disclosure, they ought or ought not to send us illegible letters.

We are charitable enough to suppose that there are a few who write an illegible hand from mere ignorance, ignorance of the fact that their writings are not legible. The doubt never crosses their minds that others may not be able to decipher what they are at so much pains to write. They read their own writings with ease. They are perfectly cognizant of the thoughts which they are putting down, they are perfectly familiar with the peculiarity of their characters, and read and understand perfectly what they write, and they naturally conclude that others should read and understand these writings with as much ease as they do themselves. In short, they think "what we write is very plain to us, why it should not be plain to others?" Now we must confess the question is rather difficult to answer, and it would require a whole volume of a deep philosophical work to explain to such a thinker that man is divided into families, races, sects and individuals; and that each individual has his own surroundings and experiences, and other matters to convince him that what is very plain to him may not be as a matter of course plain to others.

But if an examination of the files of our letters do not display much legibility and preciseness, there is no end of variety in them. There you will find matters political, social, and religious; accounts of leopard hunts, burgalaries, and fairs; bribery cases, oppression cases, and police cases; sedition, libel, and obscenity; reviews, philosophical dissertations, and effusions of genius; scandals, encomiums, and analysis of characters; and such a medly of matters that they are sure to make your head dizzy if you only devote half an hour's time upon them. Yet the public and the Government hold the Editors responsible for the crimes of their corresponpents! We are very much obliged to our correspondents for the trouble they take in supplying us with information, but we must protest against the habit of making the elephant of a mouse, of giving branches (as the Bengali phrase is) to their facts and diluting a globule of fact in a tumbler of words. Is not that unfortunate man an object of sympathy who is made to go through a closely written letter of four pages, to find at last, that the writer only wants a Post Office for his village? To you, dear public, we appeal for an impartial opinion, and to you, dear correspondent, we appeal for mercy.

We are however happy to be able to say that that there are many thoroughly shrewd and business man amongst our correspondents. These practical men would ask us to publish letters not for the benefit of the public but for their individual advantage. We are quite willing to oblige them however when we can find space. Thus, for instance, one sends an a[dvertis]ement in the shape of a letter, believi[ng, as an adve]rtise[r, in] his mind that the trick will [illegible]ing no doubt in [illegible]itor, who being an editor, [illegible] very well with an edi[tor illegible]. Another has a case must be a very stupid man. [illegible] wishes to publish a in a Moonsiff's Court, and he [illegible]nmeasured terms, and letter praising the *hakim* in u[illegible] name and address so taking good care to give his full [illegible] at once that the delighted Moonsiff may [illegible] writer is. These are innoce[nt illegible] enjoy them even when the[y illegible] cessfully played upon us. [illegible] dangerous tricks which we [illegible] tised upon those editors who [illegible] we think we are. For insta[nce illegible] a *hakim* with bribery in[illegible] publish it, taking great [illegible] name. Take another i[illegible] grudge against Babu B, [illegible] satisfying his revenge. [illegible] and charges B's sister [illegible] solicits us, in the hu[illegible] publish his letter. He [illegible] himself to us; he means [illegible] and place a dagger with i[illegible] enemy and disappear immedi[ately illegible] able to see who it was that [illegible] tions. He means to stand at [illegible] enjoy the pleasure of seeing h[illegible] Well, if any body is found [illegible] the murder, it will be the poor mi[illegible] in [illegible] cl[illegible]

——*ooo*—

SCRAPS AND COMMENTS.

BRITISH INTERESTS.

(Vanity Fair.)

What are these "British Interests" of which we have heard so much of late? With a gloomy autumn coming on us, with a gloomier winter in prospect, with the horrors of this most unjust and unnecessary war increasing, with the doubt and apprehension which pervades every nation and kingdom from Paris to Pekin, with our trade languishing, and the famine in India, it is surely worth while inquiring whether our method is good or not.

If stargazers perceive a disturbance in some remote planet, every one of them is busy, like the astronomers Adams and Leverrier, with his telescope and his calculations until the cause of the perturbation is discovered, and this though they can do nothing to abate it. Surely it is more needful to come to a conclusion in the matters of this earth which are within our own control?

There can be no British Interests irrespective of those of the rest of the world. It is the interest of England that the four quarters of the earth should be at peace; this is so trite and evident a proposition that there is no need to say a word in proof of it, nor of the corollary that whoever disturbs the peace of the world becomes thereby the enemy of England.

The natural allies of England, therefore, are the unaggressive States, and those are precisely the ones which are her best commercial customers.

The unaggressive States of Europe are Faance, Austria, and Turkey. The first, at all events since 1870, has no desire but to be free from the danger of future dismemberment, to develop her resources, and to arrive, if possible, at some settled form of Government. The second, since her fatal crime of participating in the partition of Poland, has been incessantly attacked herself, but has never attacked others. Similarly, the third has been periodically robbed of her provinces, but has made no hostile attempt on her neighbours. Of the minor Powers it is not necessary to speak. The two aggressive kingdoms have been Prussia and Russia.

It is not necessary to detail the process of aggrandisement of one and the other since Frederick and Catherne joined in the great public crime of the last century—the murder of Poland. If the one has robbed Turkey and Persia, China and Tartary, the other has swallowed up Hanover and other independent German States, and the two now face the world as the inaugurators of the doctrine that might makes right, and that the commander of legions owns no law but that of his sword.

Both of these Empires—that of Russia and that of Germany—(as long as Prussia and its reigning family and Ministers are the nucleus and mainspring of Germany) are directly hostile to British Interests.

The first is no friend to British commerce, as she has a tariff prohibitive, or nearly so, of English manufactures, and, in real truth, only uses England as her banker to supply loans more or less well secured. The second is vieing with England in nearly every branch of manufacturing industry; and a reference to statistical tables will show that the value of exports from Germany to England increased nearly two millions between 1874 and 1875, and the imports from England to Germany fell a million and a half in the same period. This is not, of course, any just ground of complaint, but it is a proof of rivalry, which, if brought to bear on other fields, may affect British Interests to a fatal degree.

Every advance that Russia makes in the East is a direct blow to the British merchant, as excluding his productions and introducing those of Germany instead. Every advance of Germany in the same direction would be equally dangerous.

It will naturally be asked, What grounds are there for supposing any intention on the part of Germany to seek for Eastern acquisitions? To which it may be replied, Is ...so certain that there is no intention of incorporating ...nd into the German Empire? and will not Java go ... Holland? and has not Germany an increasing Eastern ...? and is she not creating a fleet? and, not to speak ...airs near our own shores, would not the possession of ... give her a base of naval operations in the direction ...m, the Straits of Malacca, and the Malay Peninsula?

...e maintainer of "British Interests" at once answers, ... should never allow any such proceedings," and the ...ous rejoinder is, "How on earth are you to prevent ...n, unless you are prepared for the contingency before...d?"

...e benefit of a close commercial alliance between ...and and France need not be discussed, it comes ...n the category of axioms, and is as such received ...very one of every shade of politics who has looked ...e question at all. That there was a direct and ...ve injury to British commerce during the invasion ...rance by Purssia is an absolute and admitted

...larly the benefits of England of an uninterrupted ... through the line of the Danube with the Austrian ... provinces, Roumania, and Furopean Turkey ...wn tabularly to be perfectly incalculable, and ...tive of the trade with Asiatic Turkey, with ...rough Central Asia by the routes convey... Sea and other waters.

... therefore consist, even in a trader's point ...ying herself with the States who are her ... are not disturbers of the public peace, ...ened with dismemberment, as France is ...rkey is by Russia, and as Austria is ...ia.

...Powers were combined, the military ...and Austria would counterbalance ...e naval strength of England would ...g herself into the wrong scale, and ... no fleet, and her armies have now ... little superior—if, indeed, they are ...erto despised Turk.

...tates to take the initiative in such ...ever met with anything but dis...gland; at least the English jour...d in France to be the exponents ... occasion of keeping alive the ... countries. Neither has France ... her hour of sore need the ac... Government was to bind her ...laration of Paris, and to go ...ening her if she used the ... superiority would have given ...eeling Russian diplomacy has

... never ventured to take the ...ace on the one side of the incor... Croatia, and so forth with the great ... Empire, with the similar menace ...ngulfing her German dominions into ...ic one, she is between the upper and ... too timed or too inert to move, ... some chance of stealing a Turkish province, now alarmed at the possible consequence, now looking to Russia to save her from Germany, now to Germany to save her from Pan-Sclavonism, and least of all trusting to England, whose conduct under her Italian difficulties she has too good reason to remember.

As for England, as long as she is a mere shop and her Ministers mere shopboys, nothing can be done.

Shopboys are a very respectable and deserving class, but it is not usual among commercial men to intrust them with the higher branch of mercantile affairs, such as the mysteries of watching exchanges, seeking new markets, and the like; still less are they usually consulted by the heads of the firm when a new partnership should be entered into.

The Earl of Derby, for example, would make a most admirable shopboy. He has all the requirements for that office. He is cool, calm methodical, hard working, industrious, and he has a most laudable desire to retain his situation and to do his duty by his employer. Like a shopboy he can be alternately servile and insolent, as to the Czar in one case, to the Sultan in another. But when you give him the affairs of a great nation to manage, it is much as if the house of Rothschild employed one of their errand-boys to conduct their finance.

Mr. Darwin has published an account of the intellectual development of one of his infant children. The child first recognized an image of its father in a mirror as such when two months old. At four-and a-half months it showed fear at its father approaching it with his back toward it. At thirteen months it experimented in the dramatic art by pretending to be angry with its father, for the sake of pleasure of a subsequent reconciliation. Mr. Darwin suggests some important psychological bearings of his facts, as in accounting for the child's fear of unfamiliar shapes in the Zoological Museum, in showing how surprise enters as an element in laughter, and in enforcing the hypothesis that man previously to acquiring language expreses his feelings and wants by means of notes falling into a true musical scale.

Victoria, says an American journal, the honored Qeen of Great Britain, succeeded to the crown on the 20th June, 1837. Her reign has, consequently, lasted a little more than forty years, and in the element of time has been equalled by only four sovereigns during the whole of British history, Henry III, Edward III, George III, and Qeen Elizabeth held the crown for a longer period; yet, if Victoria should live a few years more, she will have exceeded each of them in the length of her reign. This is not at all improbable, since she is now less than sixty years of age and is said to be in vigorous health. With the exception of two German princes, no reiging sovereign on the Continent of Europe ever sat so long on the throne. She has had eight prime ministers for her counsellors, which gives to each an average of five years. During her reign nine Parliaments have been summoned and eight dissolved, and only two have been sufferred to run out their full constitutional term. The average duration of these Parliaments has been four years-and-a-half. The longest Parliament lasted seven years, and the shortest but two years. Of Victoria's ministers in 1837 Lord Grey and Lord Russell are only the survivors.

One of the most brilliant astronomical discoveries of this century was, according to the *Independent*, made last week by professor Asaph Hall, of the United States Naval Observatory. It was nothing less than the discovery that the planet Mars is accompanied by two moons, thus bringing it into harmony with the other exterior members of our planetary system. One of these, very satisfactorily determind, is about a hundred miles in diameter, and is only about fourteen or fifteen thousand miles from the planet and makes its revolution in about thirty hours. The other is still nearer, and very likely smaller; but has not yet been definitely enough observed to allow of fixing its size or period of revolution.

The famine in Madras is the eighteenth of those which have affected India since the commencement of the British rule, and the fourteenth during the present century. A writer in the Edinburgh Review gives the following table containing the dates of all the most serious famines on record:—

1345 Approximately	1819 North-West & Oudh
1471	1826
1631 Reign of Shah Jehan	1832 Lower Madras
1661 " Aurungzebe	1837 N. W. P. and Lower Doab
1733	1853 Higher Madras
1744	1861 N. W. P. and Lower Doab
1752	1866 Orissa and part of Bengal
1770 In Bengal	1868 Rajputana
1783 Behar, Bengal and Punjab	1874 Bengal and Behar
1787	1877 Madras and Bombay
1790	
1803 N. W. P.	
1813	

Of the more recent of these afflictions the areas and population affected are stated as under:—

1837,	20,000 to 25,000 Squire miles	8,500,000 souls.	
1861,	16, 267	13,088,000	"
1866,	30, 257	16,236,516	"
1874,	40, 100	17,764,650	"
1877,	138, 911	26,897,971	"

A proper idea of the gravity and magnitude of the present crisis will be obtained from the figures contained in the table given above.

Amongst the officials deputed to Madras and Bombay on famine duty from the Bengal Presidency, some 150 officers have been sent off from the Medical Department, *viz.*, seven Covenanted Surgeons, twenty-two European Apothecaries, thirty-two Assistant Surgeons, and the rest Native Doctors of the Military and Licentiate Classes. The salary of the Native Assistant-Surgeons for this special duty has now been fixed at Rs. 150 per mensem, and a travelling allowance of Rs. 50, making a total of Rs. 200 a month. Of the several Assistant-Surgeons, who are already doing duty in connection with the relief works at Madras, the services of Baboo Debendranath Goho, the Native Officer who first volunteered his services for this famine duty in Bengal, appear to have been specially noticed both by the Viceroy at Bellary and by the Head of the Medical Department in Calcutta.

A good story is told in the *Pioneer* about an amusing passage-of-arms which lately took place at the High Court between Mr. Justice Macpherson (whose temper was not invariably angelic) and a learned counsel, hailing from the Emerald Isle, and remarkable for persistency and *sang froid*. He was irritating the Judge a good deal, and at last got rather a sharp answer to some part of his argument. Nothing daunted, he laid down his brief, and posing in a theatrical attitude, said.—"Strike, my Lord, but hear me!" "I shall neither strike nor hear you, Mr.——" was the immediate rejoinder, and Mr.——had to retire without the satisfaction he wanted.

Lucknow has been troubled with a famine immigration of a novel species. The monkey colony so long located in the Aish Bagh have come into the city in a body, driven from their old haunts by the great heat, and the scarcity of food hitherto provided by pious natives. These irresponsible immigrants are proving very mischievous, robbing the grain-dealers wholesale, and biting every one who opposes them. They have already set the example of *looting* the *bunniah's* shops, and it is feared that if steps are not taken to remove them, they will organize regular grain riots.

There is a case now pending before His Worship Colonel E. T. Britten, the Cantonment Magistrate, Poona, in which Mr. Templeton has charged a trumpeter of the Royal Artillery stationed at Kirkee, with abduction and adultery. The case has been postponed for further evidence as Mrs. Templeton is at present in Madras.

Here are some terrible famine facts. From January last, the increased death-rate in the famine-affected districts has more than averaged 50,000 monthly: this is exclusive of the fearful mortality in Mysore. In July, with the beginning of the last half of the year, mortality took a sudden spring upwards, and 80,200 deaths were registered. Allowing 20 per cent. for the deaths unregistered—a low estimate—at least 100,000 people died in that month, and, we fear, this is the rate to which we must look forward during the remaining months of destitution. Besides, in two of the districts, the returns are said to be defective. Such as they are, however, they are as follows:—

Districts.	Average deaths of 5 years to July 1876.	July 1877.		Increase or Decrease, plus or minus.
Nellore	1.448	2,738	Plus.	1,290
Madras	1,176	4 626	do.	3,450
Chingleput	1,729	8,904	do.	7,175
South Arcot	3,100	9,255	do.	6,155
Trichinopoly	2,625	5,569	do.	2,944
Tanjore	5,809	7,460	do.	1,651
Madura	1.610	7,184	do.	5,374
Tinnevelly	2.465	4,601	do.	2,136
Kurnool	1.946	6,767	do.	4,821
Cuddapah	2.388	10,344	do.	7,956
Bellary	3,639	17,035	do.	13,396
North Arcot				
Salem	3,252	19,956	do.	16,604
Coimbatore	2,155	9,055	do.	6,900
Total	33,442	113,494	do.	80,052

The Nellore and Tanjore returns are said to be "unreliable."

The Lahore Paper gives the following account of the Turkish Envoy's reception at Cabul:—

Our intelligence from Cabul confirms the accounts of the very favourable reception accorded to the Envoy from the Sultan. The greatest attention and hospitality is shown to him. Curiously enough the Russian Envoy remains at Cabul and is also well received. But though received by the Ameer of Cabul with every demonstration of honor and respect, the Turkish Envoy appeared to be the subject of many uncomplimentary remarks from the Afghan crowds who assembled to witness his entry. He was said to be no true Mussalman; that he ate with unbelievers and after their fashion; that he had arrived in Afghanistan only to forward British interests; and that he was merely, in point of fact, a British Agent. Indeed, there seems to be a strong hostile feeling among the populace to the Envoy which was marked in despite of official politness and ceremony.

The Ameer is stated to have asked a pertinent question on the Envoy's remark that the designs of Russia were antagonistic to Mahomedan interests, whereas the British were their natural allies. What aid, he is reported to have asked, have the British Government afforded to Turkey in her struggle? The answer of the Envoy was to the effect that, though England had not aided the Sultan with troops hitherto, it was hoped that she would do so when her assistance was really repuired.

It is reported at Haidarabad that Salar Jang has determined upon establishing a School of Art in the province, and, with that view, arrangements have been made to secure the services of an Italian artist now in Haidarabad.

The *Indian Mirror* in speaking of the attitude of Mr. Eden towards the Native Press says:—

Mr. Eden thinks of correcting the Press by setting the whole machinery of Goverument against it. Does His Honor hope to succeed? We think not, unless it be his object to prosecute a journal or two and thus by sheer terror bring them to a compliance with the known wishes of Government. Now, we implicitly declare that unless some such such method be put into execution, the Native Press of India cannot be brought to compromise itself by sheer intimidation. Liberty and intimidation are contradictory terms. If the Press has liberty, it cannot be much affected by the frowns of power; and on the contrary, if it can be intimidated, liberty with it is but a sham and misnomer. The truth is so plain as to amount to a truism. What can then be the motive which Mr. Eden has in speaking of the Press so frequently through the columns of the *Gazette*? If every resolution in the *Calcutta Gazette* be intended to answer the purposes of a newspaper article, then it must be admitted that the Head of the Government stoops unnecessarily low, for on the level to which he brings himself, he must be criticized in turn, thus leading to criminations and recriminations on both sides. But if the object be to bring certain newspapers into contempt, Government, we hold, will not be able to damage them, as public sympathy is sure to express itself in favor of a persecuted journal. In any case nothing is to be expected from the attitude which Government has assumed towards the Press. Our view is that Mr. Eden should conciliate the press and in this respect imitate the admirable example of the Viceroy. A kind and considerate treatment will do more to moderate the tone of the Press than the harsh and cruel attitude assumed towards it by the present Head of the Bengal Government.

The Maharaja of Kashmir is reported to have commenced manufacturing Martini Henry rifles at Srinagar, and to intend arming one of his infantry regiments with them.

Deaths from starvation have already commenced in the neighbourhood of Agra. Three bodies were brought into the city a short time since, the emaciated appearance of which left no doubt as to the cause of death. Meanwhile the East Indian Railway is pouring in grain at the rate of from 1,000 to 2,000 tons a day, and the merchants find it difficult to remove the tens of thousands of bags that are daily deposited at the goods Terminus. The Railway authorities with a laudable desire to free their stations from a block of outwards traffic, have raised the rates of demurrage to one anna per maund on all goods that are not removed within 24 hours of arrival. Letters from the eastward state that the downwards grain traffic is entirely stopped, and that the tide has set in the opposite direction.

The *Bombay Gazette* asserts that "by exaggerating the wants of Madras and pouring food incessantly into the Presidency by railway and steamers without regard for the necessities for other parts of India, the Government has so glutted the Madras market, that ships from Calcutta with rice have been ordered to take their cargoes home because prices have fallen too low in Madras to yield any profit."

The great sea-serpent, we see, has at length attracted the earnest attention of the British Government. With a view of encouraging a closer observation than has hitherto been afforded of any sea monster which may appear from time to time, the authorities at the Admiralty have permitted the publication in *Land and Water* of the official reports forwarded to them by the officers of Her Majesty's yacht *Osborne*, in refernce to the sea monster seen off Cape Vito in June last.

The Paris correspondent of the *Indian Daily News* thus records the death of M. Thiers:—

The death of Thiers, though in his 81st year, was a surprise to the whole world. It occurred suddenly. He was in his usual health on the morning of September 3rd, took a walk on the St. Germain Terrace, ate a hearty luncheon of kindeys, chicken, and French beans, and then felt ill; was placed on his little child-like bed, which he has used for fifty years, and after a time said he was choking. Dr Piez, a Saint Germain doctor, was sent for. He at once said the case was very serious, and advised that Dr. Barthe, M. Thiers's habitual medical attendant in Paris, should be telegraphed for. Dr. Barthe only arrived in time to see that there was no hope. He had not been at the bed-side many minutes when Thiers breathed his last, and he announced the sad and momentous news to Madame Thiers, who was anxiously watching, in these words:—

"Madame, votre illustre mari a vecu." The news was exceptionally long in being disseminated. Thiers died at St. Germain at twenty minutes past six, and only a few Paris papers recorded the event next morning, and it was not telegraphed to any London journal.

Truth says:—"I am, indeed, sorry to hear that ill-health is likely to compel Mr. Delane to retire from the editorship of the *Times*. I think I am correct in saying that in the event of his deeming such a course to be imperatively necessary, he will be succeeded in the editorial chair by Mr. Henry G. Calcraft, the present head of the Railway Department in the Board of Trade.

A Madras paper reports another Fuller case as having occurred at a village five miles from Yerragoonatla, a station on the Madras Railway. Mr. Griffiths, the Famine Superintendent, in charge of the Railway Relief Works, is most unpleasantly associated with it. This gentleman's servant appears to have gone to the village to purchase a fowl for his master's dinner. The owner of the fowl refused to sell it, whereupon the servant took the bird away by force. This created a disturbance, and in the evening, when Mr. Griffiths and his ministries, &c., went to the village, there was a row, or rather a free fight, in which one of the villagers was killed. The Head Assistant Magistrate is investigating the case.

The Meer Akhor has returned to Cabul from his mission to the Akhoond of Swat. He reports that the Akhoond is now very weak, and refuses all food, subsisting only on tea.

News has been received of a battle between the troops of Beg Kuli Beg, son of the late Yakoob Khan of Kashgar, with his friend the Dadkhwah, and those of Hakim Khan Tora. The latter gained the day; the Dadkhwah's eldest son was killed, and the Dadkhwah himself taken prisoner.

The *Times'* correspondent with the head quarter. of the army of the Balkans writes under date August 16th:—

Yesterday we were invited by Suleiman Pasha to go and see a village that had within the last week been the scene of a frightful massacre by the Bulgarians, aided, it is said, by Cossacks, but of this, though I believe it myself, I cannot vouch for the truth. I trust that you will have received my telegram about this affair, which, through the courtesy of the Commander-in-Chief, I was enabled to send by the field telegraph to Constantinople for transmission to England. As it was necessary to translate it into Turkish, and that very hurriedly, it is possible there may be some slight discrepancy betweon what I saw and know to be true and what may eventually have reached you after the treble operation of translation from English into Turkish here, from Turkish into French at Therapia, and then again into English for England. The scene of this last massacre is a village called Offlandlik or Uffiana about half way between this and Kezanlik, and consequently very near to the Russian lines at the latter place. It was a most flourishing village or town and probably contained upwards of 3,500 inhabitants, many of them, judging from the few houses that remain standing, being very well-to-do. It appears that through all the time of the Russian occupation of the Hain these people were left unmolested, which must, in fairness, be borne in mind, and the dates of these affairs have in almost every instance gone to prove that the actual presence of the Russian Army proper has acted as a temporary shield for the unhappy Mahomedan population from the revenge of the Bulgarians. Offlandlik is no exception to this rule as far as I can ascertain by the most careful investigation. From the 14th of July to the 8th or 9th of August the Russian Army, or detachments of it, were within a few miles of the seven or eight vlilages of the Valley of the Tundja, which have since been destroyed, and the people massacred. During that time, so far as I can learn, the massacres which were perpetrated by the Bulgariaus were in places where it is now certain the regular Russian Army never appeared. At Offlandiik I have the most positive evidence that this was the case; for the bodies of the dead were plainly victims of only a few days, from four to six at the outside, and I can most positively assert that the death of one young woman could not only have occurred two or three days ago at the furthest. It is painful and revolting to give one's reasons for being thus able to fix the date, but I must briefly say that the flesh which was still adhering to the almost skeleton remains, and which had not been devoured by tho dogs, was quite fresh-looking, while the upper part of the body was very little discolored. I can never forget that woman's, face. I was accompanied by the correspoadent of the *Daily Telegraph*, and by our servants, as well as by a Turkish Major and an escort of two or three soldiers. We all stood round that awful sight without saying a word. Her face, which the dogs had respected and left intact, was most strikingly beautlful, with a delicacy of outline and perfect contour of cheek and chin that was only heightened by the pallor of death. Her mouth, which was small and beautifully formed, was slightly open, and her teeth visible, her eyes ciosed, and long fringed lashes lying on her cheek. There was just a faint expression of pain on the forehead, and her hair was lying all round her head like a rich brown wavy halo. She was entirely under, and her throat had been cut with one clean deep cut which must have sevrred the jugular and windpipe immediately. We also found the remains of women and children in a well. How many there were it was difficult to say, as we did not get them up. But they must have been numerous, and I am inclined to believe the story of a poor trembling old woman who accompanied us to the spot that there were 12 or 15 women in the well. The story of all the people who escaped, and who have repeated it at different times, is that the Bulgarians, with a few Cossack officers—came to the village some 10 or 13 days ago, after the retreat of the Regular Army. They appear to have collected all the young women and children in one or two large houses, to have taken all the men outside the village and shot them and to have continued pillaging and burning, and occasionally killing anybody they found. All accounts agree that the unhappÿ girls and young women, who were kept prisoners in these houses were daily and and hourly ravished, that 15 of them were killed, and that a very large number were taken away to the mountains, when the Bulgarians retreated on the advance of Soleiman Pasha's Army.

The Scots are a proverbially prudent nation and their prudence was lately well exemplified by the Town Council at Edinburgh. We are told by the *Scotsman* that, when the appeal from the Madras Famine Committee was first laid before the Council, it was decided that no action should be taken until further information had been received.

The telephone has taken the lion's place at the British Association gathering at Plymouth. The telephone is an instrument recently invented in America, by means of which a conversation can be carried on between two persons several miles apart. The telephone does not act by the transmission of sound along the wire, but the vibrations in air set up by the voice are transformed by the apparatus into electrical pulsations, which in their turn, after traversing the line wire, are transformed by the apparatus at the further station into waves of sound. A small drum, in which a very thin iron disc three inches in diameter takes the place of a membrane, is put into a state of vibration by the human voice, this vibration disturbs a "magnetic field" in the rear of the disc, and the magnetic disturbance sets up corresponding electrical pulsations in a galvanic coil; these pulsations travel along the line wire, at the other end of which the series of action just described is reversed. Thus the whole apparatus is simple, and does not even require to be set in action by a galvanic battery. A difficulty in the way of its practical use even for short distances is the circumstance that the sounds produced are faint, consequently unless the ear of the message is not always within a yard or two of his instrument, his attention cannot be called at any and all times when it is desired to send a message, unless a telegraph bell or some other apparatus now in use is also attached to the wire.

The following is the telegraphic summary of the week:—

London, 27th September.

The Mansion House Famine Fund amounts to £250,000.

M. Gambetta's appeal comes on for hearing in November.

The rainy season has commenced in Bulgaria, and is retarding military operations.

It is reported that the Russian centre on the 25th attacked Plevna, and was defeated with very heavy loss. No official confirmation, however, has yet been received.

The Russians attacked the Turkish positions south of Igdyr, and have been compelled to fall back with the loss of many killed.

General Tergukasow's force has been reduced to twelve battalions, the rest having been despatched to reinforce the Grand Duke Michael.

London, 27th September.

Despatches from Newspaper Correspondents and from *Daily News* state that at the Russian Head Quarters greatest discontent, and discouragement prevail, officers regard success as hopeless unless a charge is made on the personell of staff whose incapacity has been manifest in each phase of Campaign. The seige of Plevna is at a standstill for want of Shovels.

London, 28th September.

The President of Austrian Council of Ministers replying to the qeustion in the Chamber of deputies said that the policy of Government would continue one of strict neutrality.

Mehemed Pacha is falling back upon the river Kara Lom owing to the massing of Russian troops on the Lom.

The weather is bad rendering supplies difficult, the roads being impassable to heavy vehicles.

Roumanian troops made an unsuccessful attempt to carry the second Grivitza redoubt of the 25th.

Suleiman Pacha in pursuance of orders from Seraskirat will co-operate with Mehemed Pacha in attacking Beila and send force to threaten Eleva which is garrisoned by 2,000 Russians, the Turks attacked and completely defeated the enemy and returned to Camp.

London, 29th september.

On the 22nd, a severely contested engagement took place between the force under Ismail Pacha and General Tergukassow, which lasted nine hours: result was indecisive, both sides maintaining their positions. The Russian loss was 300: Turkish 45.

The President of the Hungarian Council of Ministers, replying to a question from the Chamber of Deputies, said that the triple alliance between the Czar and the Emperors of Austria and Germany involed no obligations in the Eastern Question.

Chevket Pacha is constructing entrenchments before Orchaine.

Russia has asked permission to transport timber across the Danube for building hospitals. The Porte desires to ascertain if it will not be used for sheltering soldies, before granting the request.

London, 29th September.

There are signs of an early and severe winter Turkey: two inches of snow have already fallen i[illegible] Schipka Pass.

It is believed that the campaign in Bulgaria is [illegible] ally ended. During the winter' the Russians inten[illegible] maining strongly entrenched in actual positions, an[illegible] possibly abandon Tirnova.

London, October [illegible]

The Port has refused to comply with the Russian req[illegible] to transport timber across the Danube for the ostens[illegible] purpose of erecting hospitals. There has been a seizur[illegible] arms in Transylonia destined for irruption of 4,000 [illegible] over the mountains to destory the Jassy line of Rail[illegible] Klapka disavows any connection with the movement [illegible] he deprecates. Suleiman telegraphs that owing t[illegible] bombardment of three side of the Russian positio[illegible] Schipka Pass is critical. The Revenue for the quarter [illegible] decrease 110,000 pounds.

London, October [illegible]

It is semi-officially stated that the Russian refu[illegible] entertain proposals for peace under present circu[illegible] ces, and is firmly determined to prosecute milit[illegible] rations. Todtleben has been appointed Chief [illegible] of the Roumanian Army before Plevna, wh[illegible] siege works are intended to be carried out[illegible] sian Imperial Guards arrived before Popk[illegible] ed it. A Russian official despatch stat[illegible] 27th Ismail Pacha unsuccessfully attac[illegible] and was defeated with very heavy [illegible] loss being 176. A despatch from Ah[illegible] states that several Russian battali[illegible] having crossed the Kars River [illegible] completely defeated.

Lon[illegible]

Ahmed Muktar Pasha on the 1st gai[illegible] over 10,000 Russians at Nedjevan. [illegible] five hours, and the Russians were driv[illegible] with a loss of 400 men.

Osman Pacha telegraphs that the P[illegible] continuously to the Eastward of Ple[illegible]

A Russian official despatch stat[illegible] in the Caucasus has been almost su[illegible]

Ahmed Mukhtar and Osman [illegible] Ghazis.

The mansion house famine [illegible] £300,000.

A Russian reconnaisance of 6[illegible] withstood repeated charges [illegible] and approached near to Bazard[illegible] entrenched they returned.

Russian Official despatch s[illegible] surrection has broken out in [illegible] insurgents have been completely defeat[illegible]

☞ *Printed and published b*[illegible]
Ananda Chatterjee's Lane, Bagba[illegible]

...অর্থ যদি জমিদারের প্রাপ্ত হন তাহা হইলে ও ঘরে অর্থ থাকে এবং জমিদারেরও উচ্ছিন্ন হয় না। ফল বাঙ্গলার জমিদারদিগের যেরূপ অবস্থা এবং এখানে প্রজার সঙ্গে জমিদারদের যেরূপ অসৌহৃদ্যতা, মজাফাপুরের জমিদারদিগের অবস্থা যদি সেই রূপ না হয় তবে তাহারা আপনাদের সংকল্প রক্ষা করিতে পারিবেন। জমিদারেরা বরাবরি এই সংকল্প রক্ষা না করিতে পারেন, যদি দুই এক বৎসরের জন্যেও রাখিতে পারেন তাহা হইলে গবর্ণমেণ্ট জানিবেন যে জমিদারদিগের লোভের নিমিত্ত নীলকরেরা প্রজা নিষ্পীড়ন করেন না এবং জমিদারেরা লোভ তৃপ্তির নিমিত্ত জমিদারী ইজারা দেন না। জমিদারেরা যদি দায়গ্রস্ত হইয়া জমিদারী ইজারা দিতে বাধ্য হন, তাহা হইলে নীলকরদিগের অত্যাচার হইতে নিস্তার প্রাপ্ত হইবার নিমিত্ত অনেক স্থলে প্রজারা তাহাদিগকে এই বিপদ হইতে উদ্ধার করার যত্ন করিবে, আবার যদি স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা বাধ্য করিয়া জমিদারী ইজারা দেওয়ান তাহা হইলে ইডেন সাহেব জানিবেন যে, কেবল লোভের নিমিত্ত জমিদারেরা নীলকরদিগকে জমিদারী ইজারা দিয়া থাকেন না।

আফ্রিডিসেরা সম্প্রতি ব্রিটীশ অধিকারে যে উপদ্রব করিয়াছে তদ সম্বন্ধে মিলিটরি গেজেট এই রূপ লিখিয়াছেন। "৩ শত অস্ত্রধারী আফ্রিডিসেরা রোটেরি নামক গ্রাম আক্রমণ করে এবং চারি জনকে হত ও পাঁচ জনকে আহত করিয়া বিস্তর গোরু, অশ্ব প্রভৃতি লইয়া পলায়ন করে। কোহাতে যে বৃহৎ সৈন্য দল আছে এই গ্রামটী তাহার পাঁচ কি ছয় মাইল দুর হইবে। দুই দিন পরে কোহাত পাশ দিয়া ১২ জন পথিক গমন করিতে ছিল, আফ্রিডসেরা তাহাদের দ্রব্যাদি লুণ্ঠন করিয়া লয়। আফ্রিডিস ও জোয়াকিদিগের প্রধান ব্যক্তিরা কোরান স্পর্শ করিয়া শপথ করিয়াছে যে তাহারা ব্রিটীশ গবর্ণমেণ্টের বিপক্ষাচরণ করিবে। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট আগামী নবেম্বরে ইহাদের বিপক্ষে যুদ্ধ যাত্রা করিবেন।"

গত ইণ্ডিয়া গেজেটে প্রকাশিত হইয়াছে, মান্দ্রাজের সর্ব্বত্র উত্তম বৃষ্টি হওয়াতে শস্যের এবং কৃষি কার্য্যের বিস্তর উপকার হইয়াছে। মান্দ্রাজের দক্ষিণ দিকে এই সময় যে শস্য উৎপন্ন হইয়া থাকে তাহা নিতান্ত মন্দ হয় নাই। তবে উত্তরের দিকে তত ভাল হয় নাই। বৃষ্টিতে মহীসুরের শস্যের অবস্থার উন্নতি করিয়াছে। বোম্বাইয়ের খাণ্ডিশে শস্যের অবস্থা অপেক্ষাকৃত মন্দ, গুজরাটে বৃষ্টির নিতান্ত প্রয়োজন, সিন্ধুতে নদীতে জল না হওয়াতে শস্যের অবস্থা ভাল নহে। মধ্য প্রদেশে বৃষ্টি না হওয়াতে শস্যের নিমিত্ত অতিশয় আশঙ্কার উদয় হইয়াছে। বেরারে যদিও শস্য হয় নাই, তথাচ শস্যের অবস্থা মন্দ নহে। মধ্য ভারতবর্ষে বৃষ্টি না হইলে রবি খন্দের অনিষ্ট হইবে। রাজপুতনায় শস্যের অবস্থা তত ভাল নহে। বাঙ্গলার শস্যের অবস্থা মন্দ নহে। আসামের শস্যের অবস্থা উত্তম। ব্রহ্মদেশের শস্যের অবস্থা ভাল হইতেছে। উত্তর পশ্চিম অঞ্চলে এবং পঞ্জাবে একেবারে অনাবৃষ্টি হইয়াছে। মুলতানের অবস্থা ভাল।

আমির বটে কাবুলের দূতকে অতি সমাদরে গ্রহণ করিয়াছেন কিন্তু আফগানেরা দূতকে তত সমাদর করে নাই। দূত কাবুলে উপস্থিত হইলে বিস্তর আফগান তাহাকে দেখিতে উপস্থিত হয়, এবং সেই সময় অনেকে বলে যে দূত প্রকৃত মুসলমান নহে। তাহাদের বিশ্বাস তিনি ইংরাজদিগের সঙ্গে আহার করিতেন এবং মুসলমান রীতি অনুসারে আহার গ্রহণ করিতেন না। তাহারা ইহাও বলে যে, ইনি তুর্ক দূত নহেন। ইহার কাবুলে আগমনের ... ইংরাজদিগের স্বার্থ সাধন এবং তিনি ...নের নিমিত্ত সেখানে আসিয়াছেন।

ইংরাজেরা আফ্রিডিস জাতি লইয়া প্রকৃত ভারি বিপদে পড়িয়াছেন। এই রূপ রাষ্ট্র যে, গত সোমবারে জোয়াকি আফ্রিডিসেরা ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের একটী ফাড়ি আক্রমণ করিয়া ৩ জন পুলিশের লোক হত করিয়াছে। এই দিবস মেজর ল্যান্স একটি নূতন আউট পোষ্ট স্থাপনের স্থান নির্ণয় করিতে ছিলেন, ইতি মধ্যে এক জন আফ্রিডিস তাহাকে গুলি করে এবং গুলি লাগিয়া তাহার বাম বাহু গুরুতররূপে আহত হয়।

বিজ্ঞাপন।

রত্নগর্ভা।

(দৃশ্যকাব্য।)

আর্য্যাবর্ত্তের স্বাধীনতা বর্ণনা এই নাটকের প্রধান উদ্দেশ্য। আর্য্যাবর্ত্তের গৌরব প্রিয় যুবকগণ এই পুস্তক খানি একবার পাঠ করিয়া লেখকের উৎসাহ বর্দ্ধন করিবেন। মূল্য ৸০ বার আনা।

এই পুস্তক কলিকাতা কলেজ ষ্ট্রিট ক্যানিং লাইব্রেরীতে, মিত্র এণ্ড কোং ও চীনাবাজার পদ্ম চন্দ্র নাগের পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য।

শ্রীচন্দ্রভূষণ বর্ম্ম মজুমদার। ৪

নূতন পুস্তক!!!

বৃত্র সংহার কাব্য।

দ্বিতীয় খণ্ড।

মূল্য ১ টাকা। ডাক মাসুল ৴০।

রায় প্রেস ও ক্যানিং লাইব্রেরিতে প্রাপ্তব্য।

ACKNOWLEDGMENT.

MUFFSIL SUBSCRIPTIONS.

	Rs.	As.	P.
Rajah Rajendra Nath Roy Khoregatchee 24 Pergunnas	10	0	0
Moharanee Sharat Soonderee Pootea	10	0	0
Babu Jogodindra Naryan Roy Peergatcha Rungpore	10	0	0
„ Bepin Behari Choudry Amgoori, Assam	10	0	0
„ Jahaj Ram Debroogur, Assam	10	0	0
„ Nobokristo Roy Sylhet	10	0	0
„ Deno Nath Dass Mungolepore Berhampore	10	0	0
„ Hurrish Chander Roy Tezpore	10	0	0
„ Gopi Mohun Teaaree Kooshdanga	10	0	0
„ Mohun Lal Sen Madhubpore, Nuddea	10	0	0
„ Woopendra Nath Mittra Dacca	10	0	0
„ Ashoo Tosh Roy Pootkabaree	10	0	0
„ Modun Gobinda Roy Choudry Siabarry Sylhet	10	0	0
„ Nilmanee Taraffdar Hossenpore Patna	5	8	0
„ Sharoda Prosad Roy Madhoobanee, Durbanga	3	0	0
„ Gopeswar Roy Telingang Assam	10	0	0
„ Nobin Kissoree Chowdry Roygunge Serajgunge	5	8	0
„ Gooroo Doyal Dass Gupta Tangail, Mymensing	10	0	0
„ Woomesh Chander Roy Jara	10	0	0
„ Ram Charan Biswas Hanshkholi Bagoula	10	0	0
„ Ram Kristo Mohatta Jeagunge Moorshidabad	10	0	0
„ Gosto Beharee Paramanik Saktipore Moorshidabad	10	0	0
„ Kedar Nath Sen Madras	10	0	0
„ Hari Nath Ghose Jyepore	10	0	0
„ Gopal Lochun Mittra Dacca	10	0	0
„ Woomesh Chander Chowdry Bistoopore, Bancoorah	10	0	0
„ Jogendra Nath Sing Roy Chopa Hoogly	10	0	0
„ Bistoo Poddo Roy Chowdry Harinaranpore Moheshraka	4	0	0
„ Radha Charan Banerjee Gopalpore Rungpore	10	0	0
„ Behari Lal Mookerjee Beerbhoom	10	0	0
„ Kedar Nath Ghosal Hashkhali Bagoola	10	0	0
„ Mohesh Chander Sen Aurungabad Gya	10	0	0
„ Grish Chander Roy Royuuggur Sylhet	22	0	0
„ Kirti Naryen Chowdry Chapore, Goalparah	10	0	0
„ Tara Prosonno Roy Ranisagore Burdwan	10	0	0
„ Kessub Chander Bose Katda, Nuddea	10	0	0
„ Brojo Lal Sanyal Solope Pubna	5	0	0
„ Nilambar Darian Bhangore	3	0	0
„ Shib Lal Tewary Chittagong	10	0	0
„ Ananga Mohun Deb Rey Sandra Jessore	10	0	0
„ Deno Nath Bose Madhabpore Pungsha	10	0	0
„ Byeuntha Chander Bose Barisal	10	0	0
„ Arddha Chander Roy Choudry Panihatee	10	0	0
„ Haran Ghander Chacrabutty Rahamatpore Barisal	5	0	0
„ Biswambhor Mohatta Gungarampore Dinagepore	10	0	0
„ Ishan Chander Roy Chaudry Ghurialdanga Rungpore	10	0	0
„ Peary Mohun Bose Kissoregunge Mymensing	10	0	0
„ Ram Dass Mozoomdar Hatikanda Hoogley	10	0	0
„ Joggut Chander Mookerjee Deoghur	10	0	0
„ Nunda Lal Roy Roypore Faridpore	10	0	0
„ Koylush Chander Choudry Bagoochuck Debra	10	0	0
„ Doorga Dass Acharjee Chondry Mooktagatcha Mymensing	10	0	0
„ Komalakanta Rey Choudry Gocarna Beharampore	10	0	0
„ Joshrp Meherchand Nowlakha Azimgunge	10	0	0
„ Annanda Charan Kastagiree Burranagore	10	0	0
„ Tarakanta Lahiree Badiena Koosteah	10	0	0
„ Annada Prosad Ghose Choukeedanga Raneegunge	10	0	0
Moonshee Abdool Meah Bamandee Ahmedpore	5	0	0
„ Zamlzoodeen Ahmed Natore	10	0	0
„ E. Ahmed Mahigunge Rungpore	3	0	0
„ Syed Abal Muzzaffar Pandooah	15	0	0

সংবাদ।

—রুশিয়রা তাহাদের অধিকৃত মধ্য আশিয়বাসীদ উপর যুদ্ধ কর নামক কর স্থাপন করাতে তাহারা ভারি বিরক্ত হইয়াছে।

—ইংলিশম্যান লিখিয়াছেন যে, ইষ্ট বেঙ্গাল রেলওয়ের এক জন গার্ডের স্ত্রী রেলওয়ে আরোহণ করিয়া গমন করিতেছিল, এবং ইহার প্রতি অপর এক জন গার্ড অভদ্রাচরণ করে, এবং এই মেম ইহার নামে এই নিমিত্ত অভিযোগ করে। ইহার কিছু দিন পরে আর এক জন গার্ড আর এক জন গার্ডের স্ত্রীকে অপমান করে। আবার সম্প্রতি আর এক জন গার্ড মদ পানে উন্মত্ত হইয়া অপর এক জন গার্ডের স্ত্রীর নিকট এক গ্লাস ব্রাণ্ডি চাহে। মেমের নিকট ব্রাণ্ডি না থাকাতে সে তাহার প্রার্থনা গ্রাহ্য করিতে অপারগ হয়। ইহাতে গার্ড মেমকে আক্রমণ করে। পরস্পর মারামারি হয়, মেম গার্ডকে অস্ত্রাঘাত করে, এবং এইক্ষণ উভয়ই হাঁসপাতালে আছে। যে শ্রেণীর লোক এই রূপ দুষ্কর্ম করিতে কিছু মাত্র সঙ্কুচিত হয় না, রেলওয়ে কর্ত্তৃপক্ষীয়দিগের সে শ্রেণীর লোককে গার্ডের পদে নিযুক্ত করা নিতান্ত অন্যায়। ফল যে সমুদয় ভদ্র লোক রেলওয়ে দ্বারা আপন পরিবার স্থানান্তরে পাঠান তাহাদের সাবধান হইয়া কাজ করা কর্ত্তব্য।

—গত মেলে যুদ্ধ সম্বন্ধে যে সমুদয় সম্বাদ আসিয়াছে তাহার অনেক গুলিই পূর্ব্বে তারযোগে প্রকাশিত হইয়াছে, আমরা পুনর্ব্বার তাহার কয়েকটী সম্বাদ প্রকাশ করিলাম।

১। লোম নদীর দুইটী শাখার মধ্যস্থলে রুশদিগের যে সৈন্য ছিল মাহাম্মদ পাশা তাহা আক্রমণ করেন এবং রুশেরা যুদ্ধে পরাস্ত হয়। প্লেবেনা হইতে দশ মাইল দূরে পেলিসেট নামক স্থানে রুশদিগের সৈন্য তুর্ক সৈন্য দ্বারা আক্রান্ত হয়। রুশেরা যুদ্ধে পরাজিত হইয়া পলায়ন করে। পথে ৩০ হাজার রুশ তাহাদের সঙ্গে মিলিত হয় এবং ঘোরতর যুদ্ধের পর রুশেরা জয়ী হয়। ৩রা সেপটেম্বরে রুশেরা ১২ ঘটা ঘোরতর সমরের পর লভাটজ নামক স্থান অধিকার করে। এই স্থানটী রুশদিগের হস্তগত না হইলে ওসম্যান পাশা সোফিয়া নামক স্থান হইতে আহারাদি প্রাপ্ত হইতেন এবং বিপদ কালে এই পথ দিয়া তিনি প্লেবনা হইতে পলায়ন করিতেন। আবার এই পথ দিয়া সলিমান পাশা বালকন পর্ব্বত উলংঘন করিয়া ওসম্যান পাশার সাহায্যে আগমন করিতেন। তুর্কেরা গেগোরো নামক স্থানের নিকট যে পর্ব্বত আছে সেইটী অধিকার করিয়াছে। রুশেরা কাডিকোই নামক স্থানে পরাজিত হইয়াছে এবং সেখানে তাহাদের হাজার লোক মরিয়াছে। রুশেরা সুকমকালি পুনঃ অধিকার করিয়াছে।

২। সম্প্রতি রাষ্ট্র হয় যে, সন্ধির প্রস্তাব হইতেছে কিন্তু ডেলিনিউসের সম্বাদদাতা লিখিয়াছেন, যে রুশেরা বিন্দু মাত্র ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া যদি তুর্কদের সঙ্গে সন্ধি করেন তাহা হইলে বর্ত্তমান রুশ সম্রাট এবং তাহার বংশাবলী রাজ সিংহাসন হইতে বিচ্যুত হইবেন, তাহা হইলে লুই নেপোলিয়ানের যে দুর্গতি হইয়াছিল রুশ সম্রাটেরও সেই গতি হইবে, সুতরাং ক্রমাগত পাঁচ বৎসর সমর করিয়াও যদি রুশেরা রণে জয়ী হয় তাহা দগের তাহাও করিতে হইবে।

—এই রূপ রাষ্ট্র যে সুলতান প্রকাশ করিয়াছেন, ওসমান পাশা, সলিমান পাশা সৈন্যাধ্যক্ষ মাহাম্মদ আলি ইহার মধ্যে যিনি সমরে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বীরত্ব দেখাইবেন তাহাকে তিনি আবদুল করিমের স্থানে যুদ্ধ মন্ত্রীর পদে নিযুক্ত করিবেন। ইহাতে ইহাদের মধ্যে ঈর্ষার উদয় হইয়াছে এবং এই নিমিত্ত সিপকা পাশের সমরে ওসমান পাশা কি মাহাম্মদ পাশা কেহই সলিমান পাশার সাহায্যার্থে সৈন্য প্রেরণ করেন না।

—বেকার পাশা যখন কারাহাসনকোই নামক স্থানে যুদ্ধ করিতে ছিলেন, তখন বিপক্ষ কর্ত্তৃক তাহার প্রথম একটী অশ্ব হত হয়। তিনি মুহূর্ত্তে অপর একটী অশ্বে আরোহণ করিয়া যুদ্ধে প্রবর্ত্ত হন, সে অশ্বটিও এই রূপে হত হয়। আবার তিনি নিমিষ মধ্যে অপর একটি অশ্বে আরোহণ করিয়া যুদ্ধে প্রবর্ত্ত হন। বেকার পাশা যুদ্ধ এই রূপ বীরত্ব দেখানতে সুলতান তাঁহাকে ওসমানলাই নামক উপাধি প্রদান করিয়াছেন।

—তুর্ক দূতের আরামের নিমিত্ত আমির একটী উদ্যান প্রস্তুত করিয়া রাখেন। তুর্ক দূত কাবুলে উপস্থিত হইলে, আমিরের পিতাকে লাহোরের সের সিংহ যে তাম্বু উপহার দেন তাহা এই উদ্যানে স্থাপন করিয়া তাহার আমোদ বর্দ্ধন করেন।

—মাউ নামক স্থান হইতে লেফটেনেণ্ট ফরবস নামক এক জন ইংরাজ সৈনিক পুরুষ অকস্মাৎ অনুদ্দিষ্ট হইয়াছেন।

—আমাদিগকে এক জন লিখিয়াছেন যে বারাসাতের মুনসফি আদালতে আজ কিছু দিন হইল ভারি গোলযোগ উপস্থিত হয়। এক জন নকল নবিশ ও কয়েক জন প্রজা মুনসফি আদালতের আমলাদিগের বিপক্ষে জজ সাহেবের নিকট মুফ্‌তি দরখাস্ত করে। মুনসেফ বাবুর উপর ইহা তদারকের ভার হয়। তিনি মুফতি দরখাস্তের লিখিত বিষয় অনুসন্ধান করিয়া দরখাস্ত অগ্রাহ্য করেন এবং নকল নবিসকে বরখাস্ত করেন। জজ সাহেব মুনসেফ বাবুর তদারকে সন্তুষ্ট না হইয়া পুনর্ব্বার সাক্ষ্য গ্রহণ পূর্ব্বক দরখাস্ত লিখিত বিষয় পুনরায় অনুসন্ধান করিবার নিমিত্ত আদেশ করেন। মুনসেফ বাবু পুনরায় অনুসন্ধান করিয়া মকর্দ্দমা ডিসমিস করেন। কিন্তু জজ সাহেবের ইহাতে তৃপ্তি না হওয়ায় তিনি আমলাদিগকে বারাসাত হইতে অন্যত্র বদলি করিয়া দিয়াছেন।

—গ্রিসের রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত ডিউক অব এডিনবারা সম্প্রতি আথেন্স উপস্থিত হন কিন্তু ইংলিশ গবর্ণমেণ্ট ভয় করেন পাছে গ্রিসের যে সমুদয় লোক বর্ত্তমান যুদ্ধে ব্যাপৃত হইতে ব্যস্ত হইয়াছে তাহারা তাঁহাকে যুদ্ধ সজ্জায় উপস্থিত হইতে দেখিয়া খেপিয়া উঠে, এবং এই নিমিত্ত ডিউককে অবিলম্বে আথেন্স পরিত্যাগ করিতে আদেশ করেন। ডিউক সেখানে ঘণ্টা কয়েক অবস্থিতি করিয়া প্রস্থান করেন।

—এই রূপ রাষ্ট্র যে রুশিয়দিগের বর্ত্তমান বিপদে জর্ম্মেনীয়েরা মনে২ সন্তুষ্ট হইয়াছেন। ইহাতে অনেকে অনুমান করিতেছেন যে, রুশিয়কে উচ্ছিন্ন দেওয়ার নিমিত্ত বিসমার্ক চক্র করিয়া রুশকে বর্ত্তমান বিপদে নিঃক্ষেপ করেন।

—গবর্ণর জেনারেলের বরদাতে গমন করার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের অবস্থা অতিশয় শোচনীয় হইয়াছে শুনিয়া তিনি সেখানে গমন করিতে পারেন নাই। ইংরাজেরা রাজ্য শাসনের ব্যয় সংকীর্ণ ও প্রজাদিগকে কর ভার হইতে মুক্ত না করিলে ভারতবর্ষ সত্বর উচ্ছিন্ন যাইবে।

—সম্প্রতি রেঙ্গুনে এক জন মান্দ্রাজী আয়া কোন মেমকে চাবুক পেটা করিয়াছে। আয়া যে সাহেবের বাটী কর্ম্ম করিত সে সাহেব ইহাকে কর্ম্ম হইতে বরখাস্ত করেন। সাহেব কি কর্ম্ম উপলক্ষে স্থানান্তর গমন করেন। আয়া এই অবকাশে সাহেবের গৃহে উপস্থিত হইয়া তাহার মেমকে ইংরাজিতে গালাগালি দিতে থাকে। এক জন যুবতী মেম কি কর্ম্ম উপলক্ষে সেই স্থানে তখন উপস্থিত ছিলেন। তিনি আয়ার স্পর্দ্ধা দেখিয়া এক খানি চাবুক দ্বারা তাহাকে প্রহার করেন। আয়া এই যুবতী মেমের হস্ত হইতে চাবুক কাড়িয়া লইয়া তাহাকে এরূপ মারে যে তিনি বেত্রাঘাত সহ্য করিতে না পারিয়া সেখান হইতে চম্পট প্রদান করেন।

—হাইদ্রাবাদে ডাক্তার জনসন নামক এক জন ইংরাজকে কোন আরব অস্ত্র দ্বারা আহত করে নিজাম গবর্ণমেণ্ট এই আরবকে ৭০ হাজার টাকা জরিমানা অথবা দুই মাস কারাগার বাসের আজ্ঞা দিয়াছেন।

—গত দুই মাস পর্য্যন্ত নেলোরে পূর্ব্বে যত রাজস্ব আদায় হইত তাহার শত করা ২২ টাকা আদায় হইয়াছে, কার্ণূলে পূর্ব্বে এই সময়ের মধ্যে ৩৬৩৫৪০ টাকা রাজস্ব আদায় হইত কিন্তু এখানে ২৫৪১২ টাকা মাত্র আদায় হইয়াছে। কাদাপাতে এই সময়ের মধ্যে ৫৪২৪৯৬ টাকা রাজস্ব আদায় হইত এবং এখানে ৩২৯১৩ টাকা এবং চিতোরে শত করা ৩০ টাকা রাজস্ব সংগৃহীত হইয়াছে। অপরিমিতরূপে প্রজা দোহন করিলে ইহার পরিণাম যে কি ভায়ানক হয় তাহা গবর্ণমেণ্ট এবার বিলক্ষণ বুঝিতেছেন। গবর্ণমেণ্ট প্রজাকে কর ভারে উচ্ছিন্ন দিয়া এপর্য্যন্ত যে অর্থ সংগ্রহ করেন, এখন তাহা হয় ত সুদ সমেত ফিরাইয়া দিতে হইবে, এবং ধন জন ও শস্যপূর্ণ প্রদেশ সমুদয় শ্মসান ও বন হইয়া যাইয়া চিরকালের তরে হয় ত গবর্ণমেণ্টের ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইবে।

—মান্দ্রাজ বোর্ড অব রেবিনিউ লিখিয়াছেন যে, গত পাঁচ বৎসরে মান্দ্রাজে যত ভূমির আবাদ হয় গত জুন মাসে তাহা অপেক্ষা অনেক জমির অধিক আবাদ হইয়াছে। অনেকে আশ্চর্য্য বোধ করিতেছেন যে দুর্ভিক্ষের পর মান্দ্রাজে কর্ষিত ভূমির পরিমাণ কোথায় কম হইবে, তাহা না হইয়া ইহা কি রূপে অধিক হইল।

—দিল্লি গেজেট লিখিয়াছেন যে, আগ্রার নিকট অনশনে মৃত্যু আরম্ভ হইয়াছে। সম্প্রতি তিন জন মৃত ব্যক্তির শব দেখিয়া অনেকে অনুমান করিতেছেন যে ইহাদের মৃত্যুর কারণ অনশন। গবর্ণমেণ্ট আগ্রায় অন্ন কষ্ট নিবারণের নিমিত্ত যত্নশীল হইয়াছেন।

—লক্ষ্ণৌ টাইমস লিখিয়াছেন যে, তথায় দুই পয়সায় যে চাউলের সের বিক্রয় হইতেছিল সে চাউল এখন দুই আনা করিয়া সের বিক্রয় হইতেছে। গম ও ছোলা টাকায় দশ সের বিক্রয় হইতেছে। লক্ষ্ণৌ এরূপ গরম হইয়াছে এবং লোকের এরূপ অন্ন কষ্ট হইতেছে যে, বানর সমুদয় গ্রীষ্মে ও অনাহারে মরিতেছে। ইতিপূর্ব্বে রাম ভক্ত হিন্দুরা এই বানরদিগকে আহারীয় যোগাইত।

—সার সালার জং হাইদ্রাবাদে একটি শিল্প বিদ্যালয় স্থাপন করার সংকল্প করিয়াছেন। এক জন ইটালিয় শিল্পি হাইদ্রাবাদে উপস্থিত হইয়াছেন। সার সালার জং ইহাকে বিদ্যালয়ের শিক্ষার ভার অর্পণ করিবেন।

—ময়মানসিংহ জেলায় একটি রেলওয়ে নির্ম্মাণের সংকল্প হইতেছে। ঢাকা বিভাগের কমিসনারের উদ্যোগে এই সম্বন্ধে সম্প্রতি ময়মানসিংহে একটি সভা স্থাপন হয়।

—দিল্লি গেজেট লিখিয়াছেন যে, আগ্রার নিকটে কোন২ স্থানে লোকে মৃত্তিকার নিম্নে শস্য সঞ্চয় করিয়া রাখিয়া দেয়। ১৮৩৭ ও ৩৮ অব্দে যে দুর্ভিক্ষ হয় তাহার পর অবধি লোকে এই রূপে ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় করিতে আরম্ভ করে। নিতান্ত বিপদাপন্ন না হইলে সঞ্চয়কারীরা ইহা বাহির করে না। ১৮৬০-৬১ অব্দে যখন উত্তর পশ্চিম অঞ্চলে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয় লোকে তখনও ইহা বাহির করে না। যদি এবৎসর আগ্রা প্রভৃতি স্থানে ভারি অন্ন কষ্ট হয় তাহা হইলে হয় ত লোকে ইহার কিছু২ শস্য বাহির করিবে।

—এই রূপ রাষ্ট্র যে, অস্বাস্থ্যকর স্থানে অবস্থিতি করিয়া রুশিয় সম্রাট অতিশয় পীড়িত হইয়া পড়িয়াছেন। ডাক্তারেরা তাঁহাকে বুচারেসেট পরিত্যাগ করিতে উপদেশ দিয়াছেন। সম্রাট রাজ সিংহাসন পরিত্যাগ করিবেন এই রূপ স্থির করিয়াছেন।

—পাওনিয়ার সম্প্রতি প্রকাশ করিয়াছেন যে, বাবু নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায় লিপসিক বিশ্ব বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতেন। তিনি সম্প্রতি বাঙ্গলা, হিন্দুস্থানী, ও সংস্কৃত শিক্ষা দেওয়ার নিমিত্ত সেণ্ট পিটা... রুশ গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইয়াছেন।

—মহীশূরের মহারাজাকে দেখিয়া গবর্ণর জেন... ভারি সন্তুষ্ট হইয়াছেন। মহারাজা যত বড় হইতেছে... তত তাঁহার রাজ শ্রী প্রস্ফুটিত হইতেছে। তিনি নূতন ব্যক্তির সঙ্গে আলাপ করিয়া কি নূতন স্থানে গম... করিয়া অপ্রতিভ হন না। তাঁহার দোষের মধ্যে এই ... তিনি তোতলা, অনেক সময় তাহার কথা এরূপ বাধি... যায় যে অপরের উহা দেখিতে কষ্ট বোধ হয়। বরদা... বর্ত্তমান যুবরাজ ও মহীশূরের যুবরাজ এই দুই জন... ইংরাজদিগের সৃষ্ট।

—গবর্ণর জেনারেল গত শনিবারের পূর্ব্ব শনিবারের অপরাহ্ণে পুনাতে উপস্থিত হইয়া তাহার পর দিন তিনটার সময় পুনা পরিত্যাগ করেন। মঙ্গলবারে ৯টার সময় তিনি আলাহাবাদ উপস্থিত হন। এখান হইতে সেই দিনই অম্বলায় গমন করেন। তিনি মান্দ্রাজে ভ্রমণ করিয়া ক্লীষ্ট হন না কি তাঁহার শরীরে কোন রূপ অসুখ হয় না, বরং তাঁহার শরীরের অবস্থা পূর্ব্বাপেক্ষা ভাল হইয়াছে।

—মধ্য ভারতবর্ষ হইতে শস্য সম্বন্ধে এই সম্বাদ প্রকাশিত হইয়াছে। গোদাবরীর উত্তরে শস্যের অবস্থা পূর্ব্বাপেক্ষা ভাল হইয়াছে। সম্বলপুরে কতক কতক রোয়া ধান্য শুখাইয়া গিয়াছে। বৃষ্টি না হইলে অপর শস্য নষ্ট হইবে। গত বৃষ্টির পর রৌদ্র হওয়াতে বিলাসপুরের কতক কতক ধান্য পীত বর্ণ হইয়া গিয়াছে। সাগরে ধান্য প্রভৃতি একেবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। তবে এখানে তুলা, তিল, জোয়াব অপর্য্যাপ্ত হইয়াছে।

—নীল বীজের মহাজনেরা বীজের দর ভারি বৃদ্ধি করাতে ত্রিহুতের নীলকরেরা এবার অনেক ভূমিতে নীলের আবাদ রহিত করিয়াছেন। তাহারা ইচ্ছা করিতেছেন যে, পশ্চিম হইতে আর নীলের বীজ আনয়ন করিবেন না, সকলে নিজ প্রয়োজনোপযুক্ত বীজ আপনা আপনি প্রস্তুত করিবেন।

—কাশ্মীরের মহারাজা নিজ কারখানাতে মার্টিনো হেনরি নামক বন্দুক প্রস্তুত করিয়া আপনার এক দল পদাতিককে ইহা দ্বারা সজ্জীভূত করার যত্ন করিতেছেন।

—জুলাই মাসের রিটার্ণে প্রকাশিত হইয়াছে যে, মান্দ্রাজের ১২টী দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত জেলাতে ১১৩৪৯৪ লোকের মৃত্যু হইয়াছে। এই সমুদয় জেলাতে গত পাঁচ বৎসরে গড়ে ৩৩৪৪২ লোকের মৃত্যু হয়। দুর্ভিক্ষে প্রায় মৃত্যুর সংখ্যা চতুর্গুণ হইয়াছে।

সমালোচনা।

সুবিখ্যাত ডাক্তার হরিশ্চন্দ্র শর্ম্মা কৃত টকসিকোলজিক্যাল চার্ট। আমরা এখানি অনেক দিন প্রাপ্ত হইয়াছি কিন্তু সময়াভাবে এত দিন ইহার সমালোচনা করিতে পারি নাই। ধাতু ঘটিত, ঔদভিদিক ও প্রাণী ঘটিত বিষ খাইলে যে২ লক্ষণ উপস্থিত হয় এবং নিশ্বাস বন্ধ (জলে ডুব, প্রাণ নাশক বায়ু কর্ত্তৃক শ্বাস রোধ, বজ্রাঘাত, উদ্বন্ধন, শ্বাস বিহীন সদ্য প্রসূত সন্তান, অতিশয় শীত ও অতিশয় গ্রীষ্ম বা লু) জন্য অস্বাস্থ্য, তাহার বিবরণ এবং তাহার নানা বিধ প্রতিকারের ব্যবস্থা ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে। ইহা বাঙ্গলায় এই প্রথম দৃষ্ট হইল। এখানি বঙ্গ ভাষায় প্রচারিত হওয়াতে দেশের মহোপকার দর্শিবে সন্দেহ নাই। আমরা অনুরোধ করি ইহার এক এক খানি সকলেই আপন আপন বাটিতে রাখেন। বাস্তবিকই ইহার এক এক খানি প্রত্যেক জন পদে থাকা নিতান্ত আবশ্যক। ইহার রচনা অতি সরল হইয়াছে, সুতরাং সাধারণের অনায়াসে বোধগম্য হইবে। এ প্র... সাধারণের জীবনপ্রদ বিষয় বঙ্গ... জন্য হরিশ্চন্দ্র বাবু সাধার...

পতিত হইয়াছেন সন্দেহ নাই। হঠাৎ কেহ বিষ খাইলে বা কাহাকে সাপে কাটিলে বা উপরোক্ত অন্য কোন বিপদ উপস্থিত হইলে সর্ব্বত্র চিকিৎসক পাওয়া সহজ নহে। সামান্য প্রণালী অবলম্বন করিলে অনেক মনুষ্য ঘোর বিপদ হইতে উত্তীর্ণ হওয়া যায়, কিন্তু সেই সামান্য প্রণালীর পরিজ্ঞানাভাবে অনেক প্রাণ নষ্ট হয়। উক্ত চার্ট খানি সেই অভাব পুরণ করিবে। ইহার মুদ্রাঙ্কন কার্য্য ও বাঁধা অতি উৎকৃষ্ট হইয়াছে। এবং মূল্যও অতি সুলভ করা হইয়াছে। এক প্রকার ম্যাপের ন্যায় জড়াইয়া এবং ঘরে ঝুলাইয়া রাখা যায়। অন্য প্রকার পুস্তকাকারে বাঁধান হইয়াছে। তাহা ক্রমে রাখা যায় ও এক স্থান হইতে স্থানান্তরে যাইতে হইলে অনায়াসে সঙ্গে করিয়া লওয়া যায়।

চিকিৎসা তত্ত্ব ও চিকিৎসা প্রকরণ, ডাক্তার গঙ্গা প্রসাদ মুখোপাধ্যায় প্রণীত। গঙ্গা প্রসাদ বাবুর প্রণীত চিকিৎসা সংক্রান্ত পুস্তকের যেরূপ সমাদর তাহাতে উহা সমালোচনা করা এক রূপ বাহুল্য মাত্র। চিকিৎসা তত্ত্ব পুস্তকের প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণ নিঃশেষ হওয়াতে এবং অন্যান্য কারণে তিনি ইহার তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছেন। তৃতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপনে তিনি লিখিয়াছেনঃ "কলিকাতা মেডিকেল কালেজের বাঙ্গলাধ্যায়ী ছাত্রদিগের পাঠ্য পুস্তক নির্ব্বাচনের নিমিত্ত বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্ট চিকিৎসা শাস্ত্রে প্রবীণ কতিপয় ব্যক্তিকে নিযুক্ত করেন। তাঁহারা [illegible] অব্দে দ্বিতীয়বারের মুদ্রিত আমার এই পুস্তক [illegible]লয়া স্থির করাতে আমি এই সংস্করণ বিষয়ে বিশেষ উৎসাহী হইয়াছি এবং তাঁহারা ইহা নির্ব্বাচন করার সময় আমাকে এই পুস্তক সম্বন্ধে যে সমুদয় উপদেশ প্রদান করেন তাহা আমি যত্ন পূর্ব্বক প্রতিপালন করিয়াছি।" ফল পুস্তক খানির লিখিত বিষয় গুলি যাহাতে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হয় গঙ্গা প্রসাদ বাবু কেবল তৎ প্রতি যত্ন করেন নাই, ইহার মুদ্রাঙ্কন বিষয়েও বিশেষ যত্ন করিয়াছেন। পুস্তক লিখিত বিষয় গুলি পাঠকদিগের সহজে ও পরিস্কাররূপে বোধগম্য হয় তন্নিমিত্ত তিনি ইহাতে পঞ্চ পঞ্চাশৎ প্রতিকৃতি প্রকাশ করিয়াছেন। আলোপেথিক চিকিৎসা শাস্ত্রের দিনঃ পরিবর্ত্তন হইতেছে এবং অধুনাতন যিনি চিকিৎসা সম্বন্ধে যে অংশে অধিক বুৎপত্তি দেখাইয়াছেন গঙ্গা প্রসাদ বাবু তাহা সংকলন করিয়াছেন। নেটিব ডাক্তারদিগের হস্তে গবর্ণমেণ্ট দিনঃ যেরূপ গুরুতর ভার অর্পণ করিয়াছেন এবং এই সঙ্গেঃ তাহাদের পদের গৌরব যেরূপ বৃদ্ধি হইতেছে তাহাতে তাহাদের পাঠ্য পুস্তকের শ্রীবৃদ্ধি হওয়া উচিত। বাবু গঙ্গা প্রসাদের প্রণীত পুস্তক খানি দ্বারা তাহারা তাহাদের এই পদ রক্ষার বিশেষ সাহায্য প্রাপ্ত হইবেন। এখানি ইংরাজি চিকিৎসা শাস্ত্র সংক্রান্ত অনেক পুস্তক হইতে উৎকৃষ্ট না হউক অপকৃষ্ট হয় নাই।

হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা সূত্র এবং ওলাউঠার চিকিৎসা। এই দুই খানি ক্ষুদ্র পুস্তক হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক বাবু শরচ্চন্দ্র দত্ত আমাদিগকে উপহার দিয়াছেন। তিনি প্রথম পুস্তক খানিতে অনেক গুলি পীড়ার চিকিৎসা ও অনেক দ্রব্য গুণ সংক্ষেপে বর্ণন করিয়াছেন। যাহারা চিকিৎসা ব্যবসায় অবলম্বন করিতে চাহেন, তাহাদের পক্ষে এই দুখানি পুস্তক তত উপকারী হইবে না, তবে ইহা দেখিয়া অনেকে নিজ পরিবারের কি প্রতিবাসীর মধ্যে হোমিওপেথিক চিকিৎসা করার সাহায্য প্রাপ্ত হইতে পারেন। পুস্তক লেখকও তাঁহার বিজ্ঞাপনে লিখিয়াছেন যে, এই পুস্তকের সাহায্য লইয়া আপন পরিবারে ঔষধ ব্যবস্থা করিয়া যদি কেহ উপকার প্রাপ্ত হন তাহা হইলে তিনি আপনাকে কৃতার্থ মনে করিবেন।

নলিনী, শ্রীঅধর লাল সেন বিরচিত। স্ত্রৈণ বাঙ্গালি জাতিদের মধ্যে এই ক্ষণ যত দম্পতি প্রণয় সম্বন্ধীয় পুস্তকের কম আলোচনা হয় ততই মঙ্গল, অর্দ্ধ শিক্ষিত অনেকের এই রূপ বিশ্বাস। যাহাদের এই রূপ বিশ্বাস তাহারা নলিনীর গ্রন্থ কর্ত্তাকে দেশের অনিষ্টকারী মনে করিবেন। আবার যাহারা বিশ্বাস করেন যে প্রণয় বাঙ্গালি জাতির প্রাণ, তাহারা ইহাকে আদর করিবেন। দীর্ঘ কবিতা গুলি আদি হইতে অন্ত পর্য্যন্ত সমান ভাবে প্রায়ই রসাল হয় না। এ পুস্তক খানিতেও এই দোষ আছে। তবে ইহার স্থানেঃ লেখক বিশেষ কবিত্ব শক্তি দেখাইয়াছেন।

বন্ধু বিলাপ, শ্রীহরিলাল পাল কর্ত্তৃক বিরচিত। ইনি এক জন বন্ধুর নিমিত্ত বিলাপ করিয়া এই ক্ষুদ্র পুস্তক খানি প্রণয়ন করিয়াছেন। গ্রন্থ কর্ত্তা যাহার উদ্দেশে এই পুস্তক খানি প্রকটন করিয়াছেন, তিনি যদি ইহা দ্বারা তৃপ্তি লাভ করিয়া থাকেন তাহা হইলে গ্রন্থ কর্ত্তার তাহার পুস্তক সম্বন্ধে যথেষ্ট হইয়াছে মনে করা উচিত।

জাতীয় উদ্দীপনা। এ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের গুণ গান করিয়া যে সমুদয় কবিরা কবিতা রচনা করিয়াছেন, এ পুস্তক খানি তাহারই সংকলন। যাহারা বঙ্গ দেশীয় উৎকৃষ্ট কবিদের দেশানুরাগ দেখিতে অভিলাস করেন, তাহারা ইহা পাঠ করিয়া অনেক তৃপ্তি লাভ করিবেন। পুস্তক খানির মুদ্রাঙ্কন সম্বন্ধে কিছু তাচ্ছিল্য দেখান হইয়াছে।

আর্য্য সংগীত। কবিবর হেমচন্দ্রের অনুকরণ করিয়া গ্রন্থকর্ত্তা ভারতবাসীকে উত্তেজনা করিয়া শেষে ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষকে একত্রিত হইতে এবং একত্র হইয়া বীরত্ব দেখাইতে উত্তেজনা করিয়াছেন।

বীর গান। শ্রীদেবকী নন্দন সেন কৃত। যবন আক্রান্ত চিতোরবাসী ক্ষত্রীয়দিগকে উত্তেজনা করণচ্ছলে ইনি এই কবিতা রচনা করিয়াছেন। এরূপ উত্তেজক কবিতা দেশে এত প্রকাশ হইয়াছে যে, এখন ইহার ভাল মন্দ বাছিয়া বাহির করা কঠিন। যাহা হউক, কবিতা খানি মন্দ হয় নাই।

ঋগ্বেদ সংহিতা। শ্রীরাম নাথ সরস্বতী এম এ কর্ত্তৃক ইহা ভাষা, সংক্ষিপ্ত টিকা, বাঙ্গলা অনুবাদ, এবং বাঙ্গলা টিপ্পনীর সহিত প্রকাশিত হইতেছে। রামনাথ বাবু ইহাতে বিশেষ ব্যুৎপত্তি দেখাইতেছেন এবং এখানি বিশুদ্ধ করিবার নিমিত্ত যত্ন করিতেছেন। আমরা ভরসা করি দেশীয় লোকে প্রকাশকের উৎসাহ বর্দ্ধন করিতে ত্রুটি করিবেন না।

সংশয় নিরসন, দ্বিতীয় ভাগ। পণ্ডিত যাদবেশ্বর তর্করত্ন প্রণীত। পণ্ডিত যাদবেশ্বর ইতিপূর্ব্বে এই পুস্তকের প্রথম ভাগ প্রকাশ করেন। তাহাতে তিনি ব্যবস্থা দেন যে, শূদ্রেও গান্ধর্ব্ব বিবাহে অধিকারী, এবং গান্ধর্ব্ব বিবাহেতেও পাণি গ্রহণ সপ্ত পদী গমনের কর্ত্তব্যতা আছে, তাহা না করিলে উক্ত স্ত্রীতে ভার্য্যাত্ব ও উক্ত পুরুষেতে পতিত্ব জন্মে না এবং তাহা হইলে ইহাদের কাহার মৃত্যু হইলে কেবল ত্রাহ শৌচ গ্রহণ করিবে। এই ব্যবস্থার প্রতিবাদ করিয়া "অশৌচসার" নামক আর এক খানি পুস্তক প্রকাশিত হয়। পণ্ডিত যাদবেশ্বর তাঁহার দ্বিতীয় খণ্ড সংশয় নিরসনে এই প্রতিবাদ খণ্ডনের যত্ন করিয়াছেন। শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিগণ ইহা পাঠ করিলে গ্রন্থ কর্ত্তার অনেক ক্ষমতার পরিচয় প্রাপ্ত হইবেন।

বিজ্ঞাপন।

পাইকপাড়া নর্শরি।

বিচ গাছ বিচ

ইষ্টিমার ইণ্ডিয়ান যোগে মারকিনের সবজি ফুল এবং তুলার বিচ পৌঁছিয়াছে এবং নিম্ন লিখিত সুলভ দরে ১লা আগষ্ট হইতে বিক্রয় হইতে সুরু হইয়াছে। যাঁহারা এই মাসের মধ্যে মূল্য পাঠাইবেন তাঁহারাই ঐ দরে বিচ পাইবেন এবং পেকিং খরচা তাঁহাদের লাগিবে না।

৪০ রকমের সবজি মায় ৯ রকমের কপির বিচ, বিট, সালগম, গাজর, মুলা, মটর, সিম, ছালাদ, ছেলোর ইত্যাদি গত সন অপেক্ষা ১০ রকম বেসি। ফি প্যাকেট ৫ টাকা।

৩০ রকমের উৎকৃষ্ট ও মনোহর ফুলের বিচ, গত সন অপেক্ষা ৬ রকম বেসি। ফি প্যাকেট ৪ টাকা।

ফুল কপির বিচ শ্রাবণ ভাদ্র ও আশ্বিন মাসে রোপণ জন্য। ফি তোলা ১ টাকা।

সি আইলেণ্ড অর্থাৎ লম্বা আঁশের তুলার বিচ ২॥০ সের।

এইবার বিচের অতিশয় টান দেখা যাইতেছে। অভিপ্রায় করিতেছি আগামী মাস হইতে উহাদের মূল্য বৃদ্ধি করা যাইবে। যাঁহারা অগ্রিম বিচের মূল্য পাঠাইবেন তাঁহারা বিচের সহিত এরূপ এক খানি লিষ্টি পাইবেন যাহাতে উহাদের বাঙ্গলা ইংরাজি নাম থাকিবে ও কি প্রণালীতে কপি ইত্যাদি রোপণ করিতে হইবে তাহাও লেখা থাকিবে।

যাহাদের ফল ফুল লতা গোলাপ ইত্যাদি গাছের আবশ্যক হইবে আমার নিকট এক আনার টিকিট (ইষ্টাম্প) সমেত পত্র লিখিলে দরের তালিকা পাঠান যাইবে। প্রায় ৫০ রকমের আমের কলম এখানে পাওয়া যায়।

গ্রাহকগণকে নর্শরির এই সনের চাঁদা জন্য বারম্বার পত্র লেখা হইয়াছে। শীঘ্র চাঁদা না পাঠাইলে তাহাদের বিচ কি প্রকারে পাঠান যাইতে পারে।

শ্রীনৃত্য গোপাল চট্টোপাধ্যায়।
পাইকপাড়া নর্শরি, কলিকাতা।

চাটুর্য্যে ব্রাদার্শ এবং কোং

কমিসন এজেণ্ট।

বিলাতি ধোয়া এবং কোরা, নূতন ধরণের পাড়, ধুতি ও সাটী, সরেশ এবং নিরেশ, চাটুর্য্যে ব্রাদার্স কোং কমিসনের দ্বারায় বিক্রয়ার্থে প্রস্তুত করিয়াছেন। যাহারা এক বেল, কিম্বা এক বাক্স লইবেন তাঁহারা কমিসন দিয়া হাউসের খরিদ দরে পাইবেন।

৪৫ নং মলঙ্গা লেন বহুবাজার
কলিকাতা।

কলিকাতা ও দক্ষিণ পূর্ব্ব ষ্টেট রেলওয়ে।

আগামি ১লা অকটবর ও তৎপর হইতে বর্ত্তমান আপার ও লোয়ার ক্লাস অর্থাৎ উচ্চতর ও নিম্নতর শ্রেণীর গাড়ী ব্যবহার না হইয়া ফাষ্ট ক্লাস সেকেন ক্লাস ও থার্ড ক্লাস অর্থাৎ প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ী কলিকাতা ও দক্ষিণ পূর্ব্ব ষ্টেট রেলওয়েতে চলিতে আরম্ভ করিবে।

প্রথম শ্রেণীর ভাড়া—প্রতি মাইল এক আনা ছয় পাই, অর্থাৎ কলিকাতা হইতে ক্যানিং পর্য্যন্ত ২।৶০।

দ্বিতীয় শ্রেণীর ভাড়া—প্রতি মাইল নয় পাই অর্থাৎ কলিকাতা হইতে ক্যানিং পর্য্যন্ত এক টাকা পাঁচ আনা।

তৃতীয় শ্রেণীর ভাড়া—বর্ত্তমান লোয়ার ক্লাস অর্থাৎ নিম্নতর শ্রেণীতে যে ভাড়া দিতে হয়, তৃতীয় শ্রেণীতে সেই ভাড়া দিতে হইবে।

এতদ্ভিন্ন মাল পাঠানের ভাড়ারও পরিবর্ত্তন করা গিয়াছে। যাহারা এই পরিবর্ত্তনের বিশেষ বিবরণ জানিতে ইচ্ছা করেন তাহারা পরিবর্ত্তিত টাইম ও ফেয়ার টেবল অর্থাৎ সময় ও ভাড়া নিরূপণের তালিকা পাঠ করিবেন॥

কলিকাতা শ্রীরামগতি মুখোপাধ্যায়
২৮।৯।৭৭ ম্যানেজার।

NOTICE.

NORTHERN BENGAL STATE RAILWAY.

The line is now open to the public from Julpigu to Atrai, a distance of 134 miles.

From Atrai to Kushtia and Goalunda, there is good water communication, boats taking from two to four days in making the journey As the arrangements for the shelter of goods are temporary only, the right of limiting the amount registered for transport is reserved

G. Lindsay

Saidpur, the 20th Augt. 1877. } Major R. E. Engineer in Chief. Northern Bengal State Ry.

৩৪ নং

সাধারন শিক্ষক।

আগামী ১লা পোৌব হইতে আমরা উক্ত নাম এক খানি মাসিক পত্রিকা বাহির করিব। ইহাতে বাঙ্গলা ব্যাকরণ ও সাহিত্য, গণিত, ভূগোল, জীবনচরিত, বিজ্ঞান ও ইতিহাস বিষয়ক প্রস্তাব লিখিত হইবে। এতদ্ভিন্ন ইহাতে ভারতবর্ষস্থ প্রদেশীয় ভাষা সমুহ অর্থাৎ হিন্দি, উড়িয়া, মহারাষ্ট্রীয় ইত্যাদিও শিক্ষা দেওয়া হইবে। এদেশীয় যে সকল লোকে কোন বিদ্যালয়ে নিয়মিত রূপে শিক্ষা পান নাই তাঁহাদের এবং পাঠশালার শিক্ষকদের শিক্ষা দেওয়াই ইহার উদ্দেশ্য। পত্রিকার কলেবর ৮ পেজী ৮ ফর্ম্মা হইবে। ইহার মূল্য ডাক গাশুল সমেত পাঁচ টাকা ধার্য্য করা হইল। গ্রাহকগণ ১লা পৌষের পূর্ব্বে নিম্ন লিখিত ব্যক্তির ব্যক্তির নামে আপনাদের নাম ও ঠিকানা সহ পত্র লিখিবেন। যদি গ্রাহকগণ অনুগ্রহ করিয়া অগ্রিম মূল্য পাঠান তাহা হইলে আমরা উপকৃত হইব এবং আমরা যদি গ্রাহক সংখ্যার অল্পতা নিবন্ধন পত্রিকা প্রকাশ করিতে অসমর্থ হই তবে তাঁহাদের প্রেরিত মূল্য ফেরৎ দিব।

শ্রীশ্যামলাল দত্ত

হেড মাষ্টার গবর্ণমেণ্ট স্কুল

দেওঘর

কর্ডলাইন।

ব্রহ্মচারী দত্ত মহৌষধ।

জ্বর প্লীহা যকৃৎ অগ্রমাশ মেলেরিয়া জ্বর পুরাতন জ্বর দৌকালিন জ্বর মেহ ঘটিত জ্বর কুষ্ঠব্যাধি রক্তপিত্ত বহুমুত্র সকল প্রকার বাত পারাঘটিত রোগ স্ত্রীলোকের বাধক বেদনা প্রদর সকল রকমের পুরাতন সোদধা এবং পিশি পীড়া অম্বল শূল গৃহিনী রক্ত আমাশায় এই সকল রোগ উর্ত্তম রূপ আরাম হইবেক।

শ্বেত কুষ্ঠ রোগের মহৌষধ। ইহার দ্বারায় এক মাহার মধ্যে ব্যারাম নিশ্চয় আরোগ্য হইবেক। যদ্যাপি বেশী দিনের ব্যারাম হয় তাহা হইলে দুই মাহার মধ্যে নিশ্চয় আরোগ্য হইবেক।

ইহার ২ আউন্স মলমের মুল্য ১ টাকা

এবং ২১ রোজ সেবনের ঔষধের মুল্য ১ টাকা

যাঁহার প্রয়োজন হইবে পটলডাঙ্গার হিন্দু কলেজের পূর্ব্ব বেনেটোলা লেনের মধ্য শ্রীমতিলাল বসুর বাটীতে প্রাতে ১১ টা পর্য্যন্ত এবং পুরাতন চিনাবাজারের আরমানি গিরজার নিকট উক্ত বসুর ২১ নং ছাতার দোকানে বেলা এগারোটা হইতে রাত্রি ৮টা পর্য্যন্ত তদন্ত করিবা মাত্র পাইবেন উপরের লিখিত সমস্ত ঔষধের মুল্য ১ এক টাক মাত্র।

৯ মাহার মধ্যে ৬০০১ সহস্র শূল রোগী উত্তম রূপ আরোগ্য লাভ করিয়াছেন।

শ্রীমতিলাল বসু।

৪০

সুলভ সুলভ। অতি সুলভ!!

আমরা বিলাত হইতে অত্যুত্তম বিরিচ্ লোডার মজেল লোডার বন্দুক, রায়ফল, পিস্তল, ৫ নাগাৎ ২০ নলি রিভলবার, বারুদ,ক্যাপ, টোটা ও শীকারের সকল প্রকার সরঞ্জম অতি সুলভ মুল্যে বিক্রয়ার্থে আমদানি করিয়াছি। যাঁহার প্রয়োজন হইবেক নিম্ন লিখিত স্থানে তত্ত্ব করিলে পাইবেন। আর বন্দুকাদি সকল প্রকার অস্ত্র মেরামত অতি সুলভ মুলে ও সুচারুরূপে সম্পাদিত হইতেছে।

ডিঃ এন্ বিশ্বাস কোং

নং ৩২ লালদিঘির দক্ষিন

কলিকাতা।

চিকিৎসাতত্ত্ব ও চিকিৎসা প্রকরণ

অর্থাৎ

প্রিন্সিপল্স এণ্ড প্র্যাকটিস্ অব মেডিসিন। শ্রীযুক্ত গঙ্গা প্রসাদ মুখোপাধ্যায় বি, এ, এম, বি, সঙ্কলিত। একত্র দুই খণ্ড সুপার রয়েল ফর্মার ১১২০ পৃষ্ঠায় তৃতীয়বার মুদ্রিত। এই সংস্করণে ইহার বিষয় সকল পরিবর্দ্ধিত, সংশোধিত ও কোন ২ অংশ পুনরায় সঙ্কলিত হইয়াছে। মুল্য ১২৳০ মাত্র। ডাক মাশুল দশ আনা মাত্র। ইহা কলিকাতা লাল বাজার হিন্দু হষ্টেলে শ্রীযুক্ত বাবু গুরু দাস চট্টোপাধ্যায়ের ও ভবানিপুরে শ্রীযুক্ত বাবু গঙ্গা প্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের নিকট পাওয়া যায়।

৩৪ নং

Required for the service of the District Roadcess Committee of Rungpore two qualified Sub-overseers. Salaries including all allowances Rupees 37–8 and 50 per. mensem. Apply furnishing copies of testimonials and stating qualifications.

James Robinson C. E.
Executive Engineer,
District Engineer,
Rungpore.

অর্শ রোগের

অব্যর্থ

অহৌষধ!!!

শ্রীকরালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

৪৮ নং মলঙ্গ লেন

বহুবাজার

কলিকাতা।

নিম্ন লিখত পুস্তক গুলি ২৪৯ নং বহুবাজার ষ্ট্রিট ষ্টানহোপ প্রেস ও ৫৫ নং কলেজ ষ্ট্রিট ক্যানিং লাইব্রেরীতে বিক্রয় হয়।

১	Three years in Europe, 2nd. Ed.	মুল্য ১	মাশুল ৵০
২	ইউরোপে তিন বৎসর	॥০	✓০
৩	বঙ্গ-বিজেতা, শ্রীরমেশচন্দ্র দত্ত প্রণীত	১।০	৶০
৪	মাধবী কঙ্কণ, " " (প্রকাশ হইয়াছে)	১	৵০
৫	The Indian Pilgrim. (Poem) R.C.Dutta	॥০	✓০
৬	The Peasantry of Bengal.	২	৶০
৭	The Literature of Bengal	১	৵০

অক্টবর শেষ।

ভৈষজ্য রত্নাবলী।

সুপ্রসিদ্ধ আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা গ্রন্থ।

ইহাতে সমস্ত রোগের চিকিৎসা পথ্যাপথ্য ঔষধ প্রয়োগ ও প্রস্তুত করিবার প্রণালী বিস্তারিত রূপে লিখিত হইয়াছে। ইহা পরিবর্দ্ধিত অর্থাৎ ইহাতে চক্রদত্ত, রসেন্দ্রচিন্তামণি ও শার্ঙ্গধর প্রভৃতি বিবিধ গ্রন্থ হইতে নানা প্রকার তৈল, ঘৃত, ধাতুঘটিত ঔষধ ও অরিষ্ট আসবাদি সন্নিবিষ্ট করিয়া মুল্য ও বঙ্গ ভাষায় অনুবাদ সহিত মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে; ৬ টাকা ডাকমাশুল ।০ আনা।

আয়ুর্ব্বেদীয় দ্রব্যাভিধান।

ধন্বন্তরি নির্ঘণ্ট সংকণ্ঠ রত্নাভরণ, মদনপাল নির্ঘণ্ট ও পর্য্যায় রত্নমালা প্রভৃতি আয়ুর্ব্বেদীয় বিবিধ দ্রব্যাভিধান এবং নানা কোষ হইতে আয়ুর্ব্বেদীয় দ্রব্য সমস্ত, রোগ শারীর যন্ত্র ও মান পরিভাষা প্রভৃতি আয়ুর্ব্বেদ পঠনোপযোগী বিষয় সমস্তের নাম লিঙ্গ ও অর্থ ইত্যাদি সংগৃহীত হইয়া আকারাদি বর্ণ ক্রমে বিন্যস্ত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে।

মুল্য ২ টাকা ডাক মাশুল ৵০ আনা।

আবশ্যক হইলে আমার নিকট মুল্য পাঠাইলেই প্রাপ্ত

শ্রীবিনদ লাল সেন গুপ্ত কবিরাজ

আয়ুর্ব্বেদোক্ত ঔষধালয়।

১৪৬ নং লোয়ার চিৎপূর রোড

ফৌজদারী বালাখানা—কলিকাতা

জুওলজিকেল গার্ডেন

অর্থাৎ প্রানীবাটিকা উদ্যান।

বুধবার ও রবিবার ব্যতীত উক্ত উদ্যানে প্রবেশ করিবার নিয়ম প্রতি দিন এক আনা নবেম্বর পর্য্যন্ত এই নিয়ম চলিবে।

বুধবারে কেবল মেম্বরগণই প্রবেশ করিতে পারিবেন এবং রবিবারে আট আনা দিয়া প্রবেশ করিতে হইবে।

এইচ লী

অফিসিয়েটিং অনারারী সেক্রেটারী।

অর্শ রোগের অব্যর্থ ঔষধ আমার নিকট বিক্রয়ার্থে প্রস্তুত আছে, ঔষধ একটী মাদুলী মাত্র হস্তে ধারণ করিতে হয়। অন্যান্য নিয়মের পৃথক নিয়ম পত্র প্রস্তুত হইবেন। এই ঔষধ ধারণ করিয়া অনেক লোককে আরোগ্য হইতে দেখিয়া, জনৈক উদাসীনের নিকট আমি শিক্ষা করিয়াছি, ব্যয় মূল্যেই আমি উক্ত ঔষধ প্রাদান করিয়া থাকি।

মুল্য.............. ।৴৲ ডাক মাসুল....... ✓০

শ্রীলক্ষ্মী নারায়ন মিত্র

ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে আফিস কলিকাতা।

CAUTION.

Notice is hereby given that Botokristo Dass of No. 116 Ahireetollah Street is dead and if any debtor to the estate of the said Botokristo Dass deceased pays any portion of the debt to any person without letters of administration to the said Estate will do so at his own risk and peril.

Calcutta
3, Hunstings Street. } Trailoka Nath Roy
Attorney for Baboo
Bolly Chand Dass
one of the sons of
Bottokristo Dass.

যশোর লোন কোম্পানি লিমিটেডের আফিশ ৺পূজার বন্দ উপলক্ষ্যে আগামি ২২ আশ্বিন হইতে ২৫ কার্ত্তিক পর্য্যন্ত, বন্ধ থাকিবে। এতদ্দ্বারা সর্ব্ব সাধারনকে জানান যাইতেছে যে ঐ সময়ের মধ্যে কেহ কোন টাকা ও পত্রাদি প্রেরন করিলে ও তাহা নষ্ট হইলে কি প্রাপ্ত না হইতে পারিলে তজ্জন্য কোম্পানী কাহারো নিকট দায়ী হইবে না।

শ্রীকালী প্রসন্ন সেন

সেক্রেটারি

যশোর, লোঃ কোঃ লিঃ।

☞ এই পত্রিকা কলকাতা, বাগবাজার আনন্দ চন্দ্র চাটুর্য্যের গলি ২নং বাটী হইতে প্রতি বৃহস্পতবার শ্রীচন্দ্র নাথ রায় দ্বারা প্রকাশিত হয়।